ফিরে দেখা
মৃণালকান্তি ভূঞ্যা
Log on www.modernpoetry.co.in

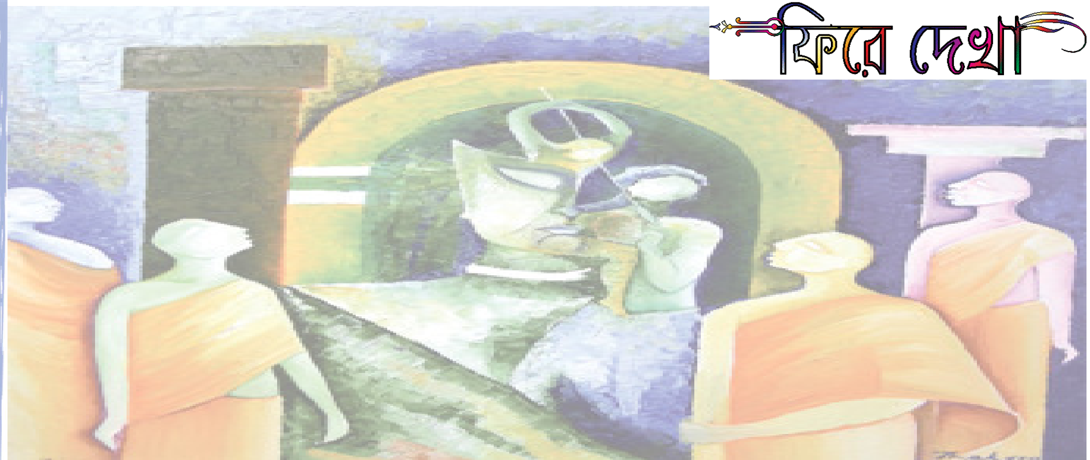

ফিরে দেখা

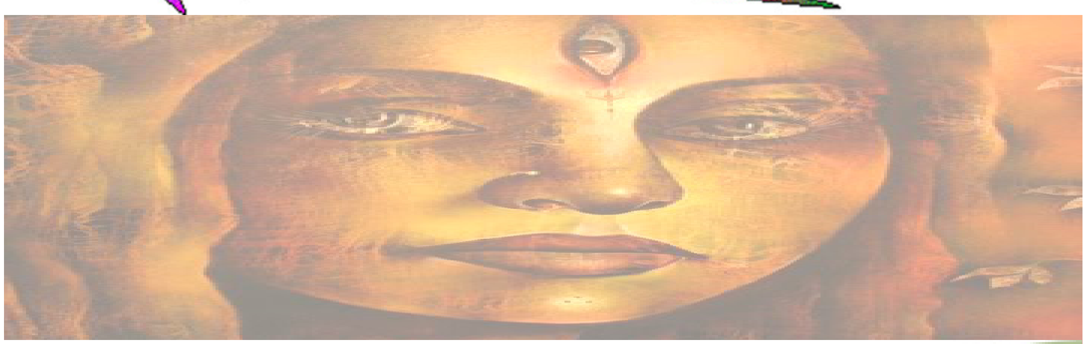

সূচীপত্র-১

সাত সমুদ্র তেরো নদী	১
সহজ জরিফ	২
এগিয়ে চলেছে মিছিল	৩
দু' হাত পূর্ণ সংশয়ে	৪
তখনো কবিতা	৫
গুপ্ত বিবর্তন	৬
যথার্থ সংগ্রাম	৭
শব্দের বহুমাত্রিক তল	৮
বহুমাত্রিক তল	৯
প্লবতার সূত্র	১০
অসংখ্য প্রতিশ্রুতি	১১
নরম আগুন	১২
পরিবর্তন মায়ের কোলে	১৩
আমৃত্যু শৈশব	১৪
ত্রিমাত্রিক যন্ত্রণা	১৫
নিরঞ্জন পড়িয়ে যায়	১৬
ঐচ্ছিক জীবন	১৭
আদর্শ দোলক	১৮
নিপাতনে সিদ্ধ	১৯
স্বপ্নের পৃথিবী / আগামী দিনে	২০
সভ্যতার লাশ	২১
আর্দশ দোলক	২২
পরকালে ভোরের আগুন	২৩
জাগ্রত প্রভাতী মন	২৪
সন্ধ্যাতারার সুখ	**২৫**
অভিসারী ব্যাথা - অভিমানী কথা	২৬
চক্মকি হাতে	২৭

সূচীপত্র-২

ভালোবাসা এক পাললিক শিলা	২৮
জায়মান ঘাসে দীপণ - প্রাবল্য	২৯
সংবাদ ন'টা	৩০
নরম পায়ের গোধূলী গোড়ালী	৩১
মহাসামুদ্রিক গাঢ়তায় গোপন সৌচ স্নান	৩২
ঘরের পুরুষ অন্য ঘরে	৩৩
নামবে বৃষ্টি	৩৪
হাত - প্রতিহাত / ঘাত - প্রতিঘাত	৩৫
শয়নের রাত নয়তো স্বপ্নময়	৩৬
প্রোটিনে প্রোটিনে ইন্টারনেট	৩৭
বেদুইন অথবা বন্ধ্যা জীবন	৩৮
গোপন খেয়া	৩৯
সর্বস্ব লীনতাপ	৪০
স্বাধীন ভোগের সুখ	৪১
আবদ্ধ গ্রাবরেখা	৪২
'সুঃ' - বিনুনী-নদী হবো	৪৩
হাইফেনের বিলম্বিত যন্ত্রণা	৪৪
বিভার হ্রদে মুষিক জীবন	৪৫
লোয়েস অঞ্চলে বৃষ্টিকণা	৪৬
আমিত্ব ও অমৃতত্ব	৪৭
যৌবনের নিভৃত মিলন	৪৮
কায়াকের মতো বয়ে যাবো	৪৯
নোঙর	৫০
ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডার	৫১
ডাইরি	৫২
ভারখয়ানাক্সে শীতল জড়তা	৫৩
বিপরীত রতি	৫৪

সূচীপত্র-৩

যবনিকা কোথায়	৫৫
কৈফিয়ত	৫৬
ইতিহাস মানে সংস্কার	৫৭
— ÷ / + X	58
নতজানু শত শির	৫৯
ভগবানও ভেজাল জীব	৬০
বেঁচে থাকা	৬১
কুম্ভক - ঘুমচ্ছো	৬২
চরৈবেতি	৬৩
শেষের কবিতা	৬৪
হারায়ে খুঁজি দোর হতে দোরে	৬৫
সুমন আরো নতুন গান	**৬৬**
ভাঙা আয়নার নিজস্ব অবয়ব	৬৭
জীবনের কথা—	৬৮
নিশুতি রাত	৬৯
কুঁড়ে ঘর	৭০
রাতের বেলা খরা	৭১
যৌগ - যৌগ সাজা	৭২
এক্স - রে আত্ম বা পরমাত্মা, জীব বা জীবিকা	৭৩
ভোট ও ভোটার, গণতান্ত্রিক প্রচার	৭৪
নেক্সট ফিউচার	৭৫
প্রতিসরণ যন্ত্রণা	৭৬
ওজন স্তরে ফুটো	৭৭
রামধনু খেলা	**৭৮**

চয়নিকা

সাত সমুদ্র তেরো নদী

হিমেল হাওয়া দাপিয়ে বেড়াবে সমস্ত কুঁড়ি
শৈশব স্মৃতি ঝরে পড়বে চোখের কোণে
ফস্‌ফরাসের মৃদু আলো পাড়ি দেয় - সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার
সেখানেও ফুল রকমারী - অস্ফুট আর্তনাদে বৃন্তগুলো
অলক্ষ্যে খসায়ে দেবে কুঁড়ি।

রচনা : ২৫.০৯.'০০ - ৩০.১০.'০০, প্রকাশ : ০৫.০৪'০১

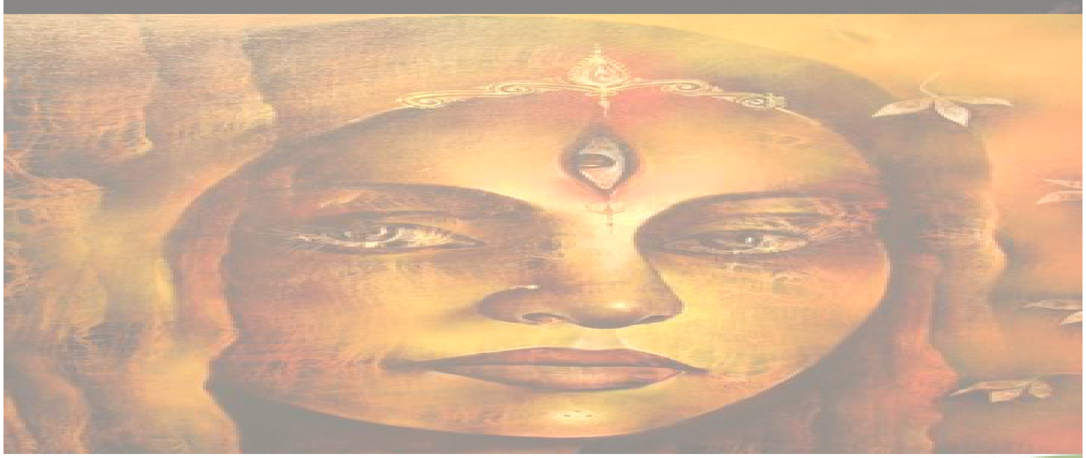

সহজ জরিফ

সিঁড়ির অর্থ পাল্টালে উপরে ওঠা বা নীচে নামা ভুল হয়ে যায়
সরলরেখাগুলো হঠাৎ— লোকালয় থেকে ঢুকে পড়ে গভীর জঙ্গলে,
নিয়মের কোন বাধা না মেনে,
কিছু দ্ব্যর্থভাব এর মাঝে খুঁজে চলেছে—
চড়াই ও উতরাই-এর সহজ জরিফ।

রচনা : ২৫.০৯.'০০ - ৩০.১০.'০০, প্রকাশ : ০৫.০৪'০১

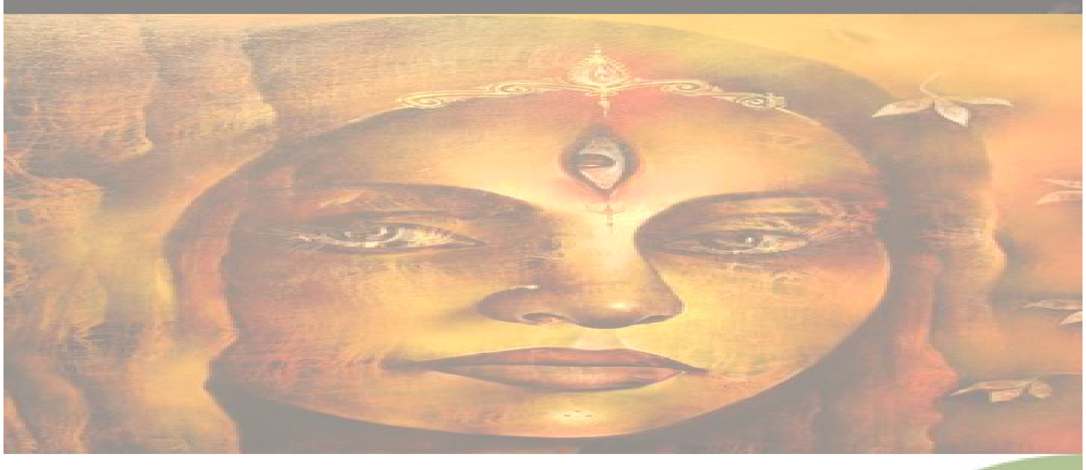

এগিয়ে চলেছে মিছিল

উচ্ছিষ্টের শুষ্ক অবয়রে ঘাম-সিক্ত করে নিজের কৌলিন্য

তবুও : কোন কাল্পনিকতায় হঠানো যায় না মিছিল

বানভাসি জল, ঘিরে আছে শস্যের শিষ

ঘুম ও শিশুর একান্ত শৈশব

শিউলি ঝরা রাত্রি, যদিও সামিল : এগিয়ে চলেছে মিছিল।

রচনা : ২৫.০৯.'০০ - ৩০.১০.'০০, প্রকাশ : ০৫.০৪'০১

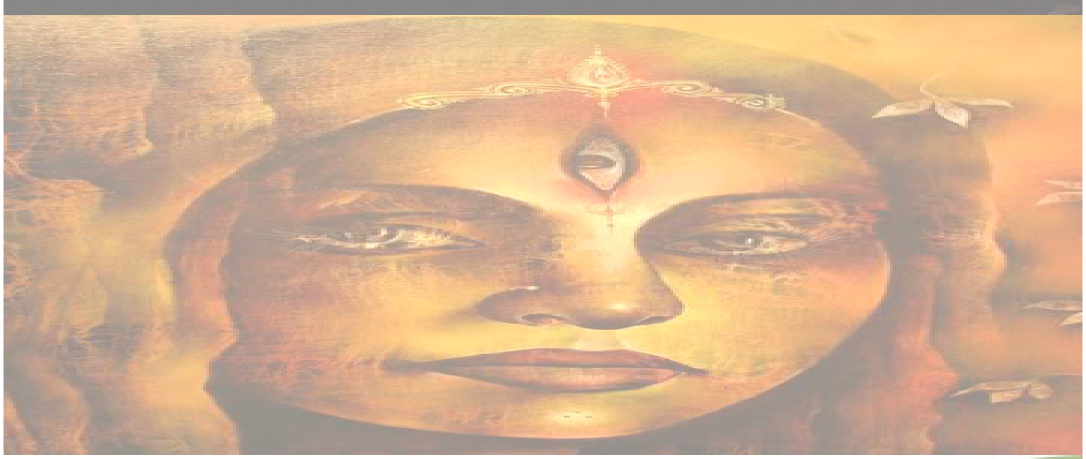

দু' হাত পূর্ণ সংশয়ে

বাতাস ছোঁ মেরে নেবে দুরন্ত শৈশব
আগুন পুড়িয়ে দেবে হৃদয়
বৃষ্টি ভাসিয়ে দেবে ছাই - উড়িয়ে যাবে খই।
সবকিছু আগের মত আছে ধ্রুপদী ঢঙে
দু'হাত পূর্ণ তবুও সংশয়ে।

রচনা : ২৫.০৯.'০০ - ৩০.১০.'০০, প্রকাশ : ০৫.০৪'০১

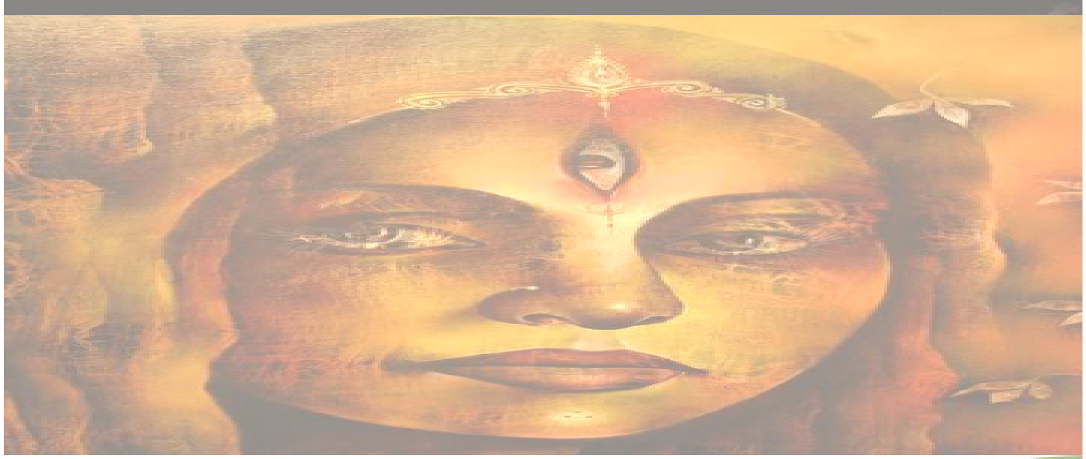

তখনো কবিতা

বাতাস নাড়া দিল গাছের পাতা তখনো সবুজ

মৃতমুখ ঢেকে নিল শুষ্ক ঘাম তখনো ছায়া

প্লাবন নাড়া দিল কুঁড়ে ঘর তখনো কবিতা

কবি লিখল আমি কবি শঙ্খে চেপে পার হব সমুদ্র

বাতাসে উড়ছে তখনো শুষ্ক পাতা, গাছের ছাল, গভীর রাত।

রচনা : ২৫.০৯.'০০ - ৩০.১০.'০০, প্রকাশ : ০৫.০৪'০১

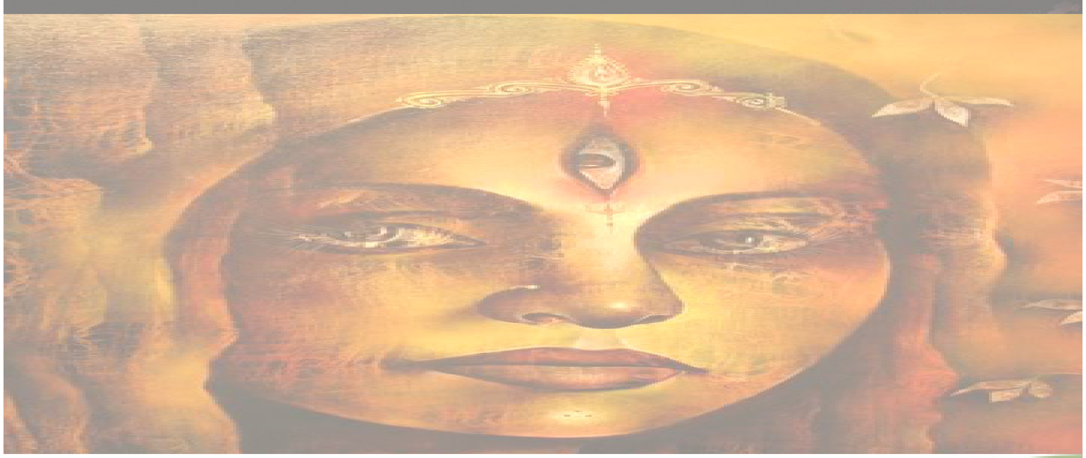

গুপ্ত বিবর্তন

হাজারো ভাষার ভীড়/কোন রাত কোন ঝড়
ঘটে যায় বর্ণ বিপর্যয়/গুপ্ত বিবর্তন
প্রিয় ভুলগুলোকে প্রশ্রয় দিই
যেমন অবলীলায় পাল্টে ফেলে রমণীরা
বিউটি পার্লারে - তখনো স্ব - অধিকার নিয়ে কথা ওঠে।

রচনা : ২৫.০৯.'০০ - ৩০.১০.'০০, প্রকাশ : ০০.০৬'০১

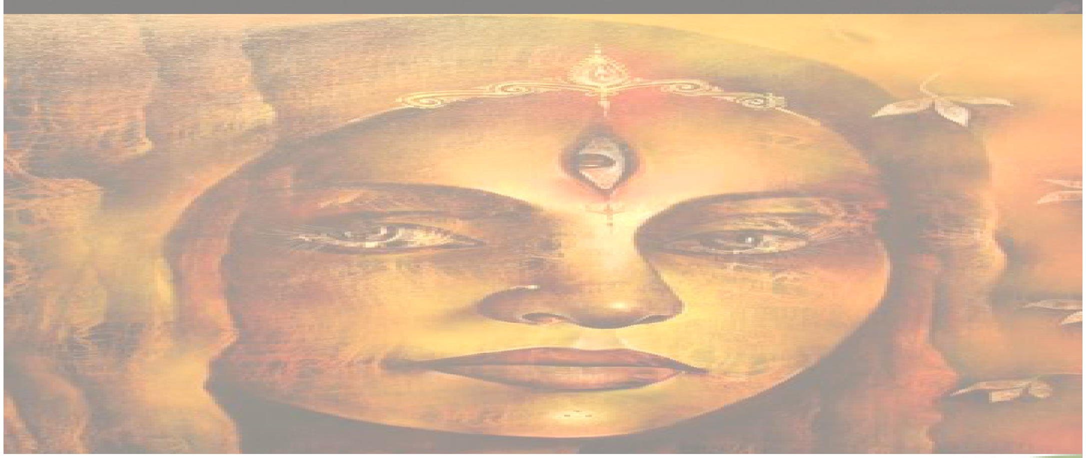

যথার্থ সংগ্রাম

একটি মাত্র শব্দ অন্তর্ঘাত পূর্ণাঙ্গ কবিতা
ভালোলাগা ভালবাসার কাহিনী দীর্ঘ গল্পের মোড়কে
প্রেমের কবিতার মুহূর্তগুলোও হয়ে ওঠে দীর্ঘায়িত
দীর্ঘায়িত সময় অসহনীয় - ভাতের গন্ধে মূর্ছা গেছে
জীবন ঈশ্বর। সংগ্রাম যথার্থ। রূপ নেবে কবিতা।

রচনা : ২৫.০৯.'০০ - ৩০.১০.'০০

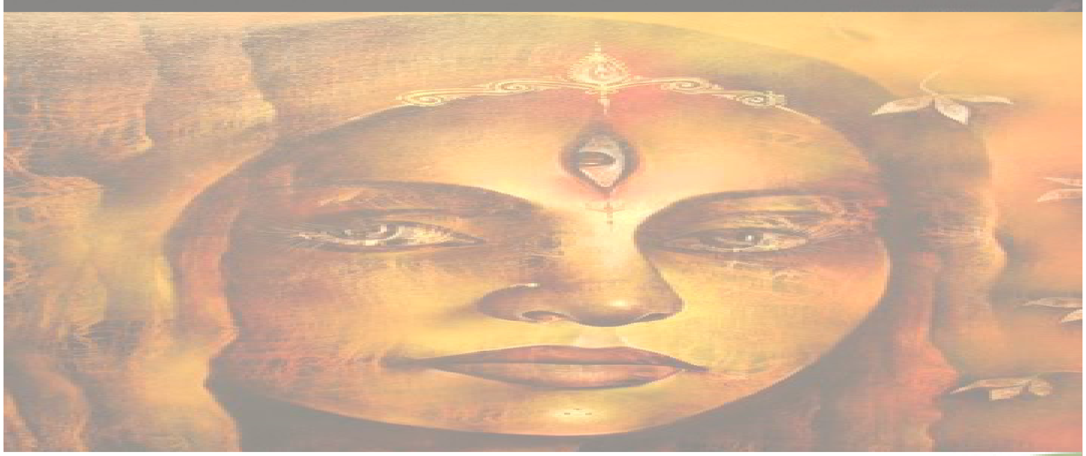

শব্দের বহুমাত্রিক তল

বায়ুর বুদবুদের মত হারিয়ে গেলে কেউ পরাত না লোহার শিকল
সেই মুহূর্তটা রচে নিল নিজের মহাকাল - শব্দের বহুমাত্রিকতলে
এখানে হাতে হাত রেখে জিরিয়ে নেয় মমতাজ - শাহজাহান
এভাবে প্রতিটি মানুষ কোন না কোন সময়ে কারুর হাতে হাত রেখে
পার হতে চায় অপরাজেয় ঐ সময় দৈর্ঘ্য।

রচনা : ২৫.০৯.'০০ - ৩০.১০.'০০

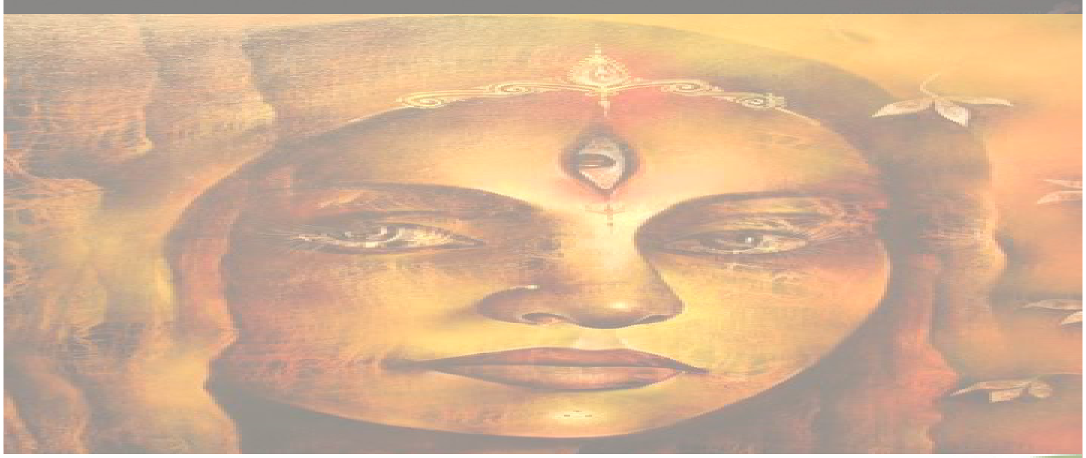

বহুমাত্রিক তল

অনেক হলো জীবন নিয়ে খেলা/আগুন সাথে চলা,
আবোল তাবোল বলা/রৌদ্র গায়ে মাখা।
শব্দ কিছু মিশে গেল স্রোতে / স্বপ্নগুলো রয়ে গেল তলে,
বহুমাত্রিক তলে সাজানো ঘর / ঘটে যায় অপভ্রংশ আড়ালে
আড়ালে আবডালে —

রচনা : ২৫.০৯.'০০ - ৩০.১০.'০০, প্রকাশ : ১৮.১০'.০১

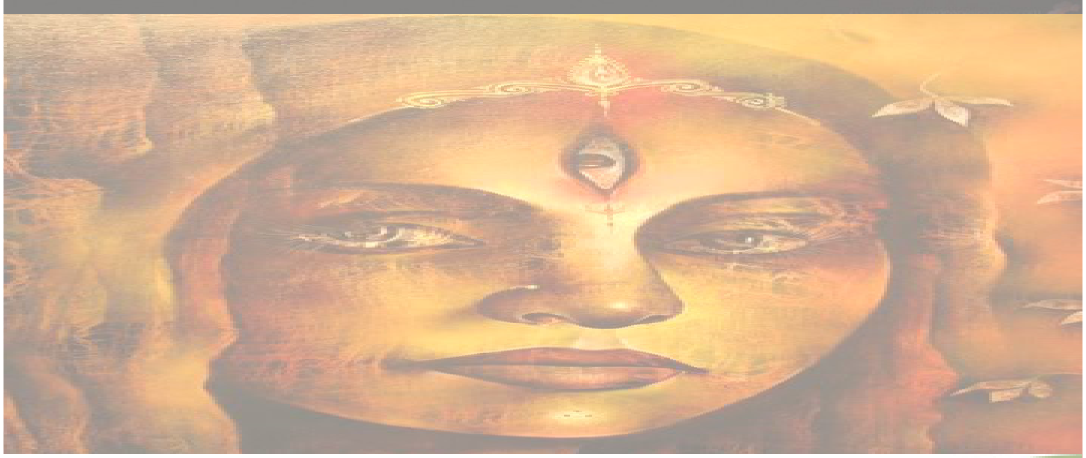

প্লবতার সূত্র

দেওয়াল শূণ্য করে শেওলার আস্থানা গিয়েছে শুকিয়ে
বিশ্বাসহীনতা নিজের দেওয়ালে, গলিত-লাসে বাঁচার স্বপ্ন ভাসে
মাসের বিবর্তিন আশ্বাসের আস্থানা পেরিয়ে : ভাসে কেবল প্লবতার সূত্র
স্থিতু কাকে বলে তা এখন স্বপ্নের দেশে
স্বপ্ন হয়ে গ্যাছে : তবুও

রচনা : ২৫.০৯.'০০ - ৩০.১০.'০০ , প্রকাশ : ০৫.০৪'০১

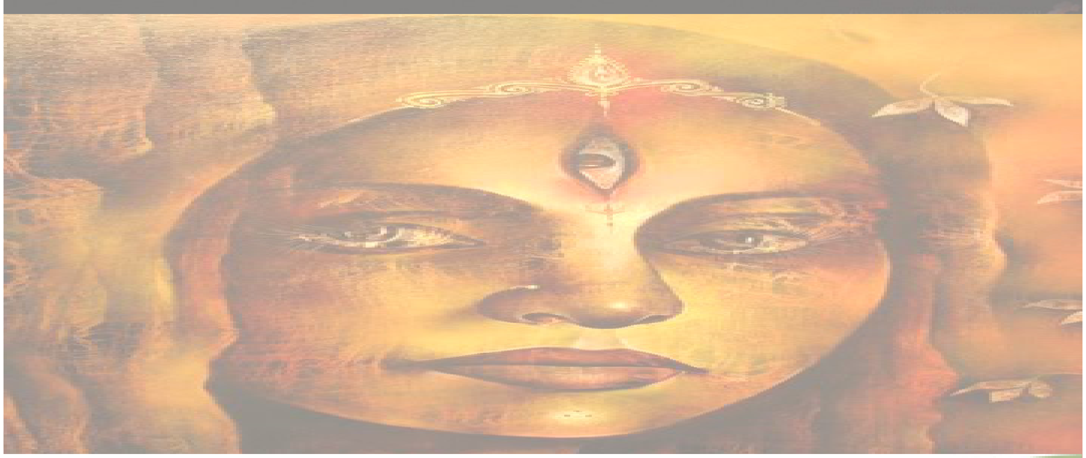

অসংখ্য প্রতিশ্রুতি

মেঠো পথে শুকোচ্ছে ধান-শালিকগুলো কখন
না জানি গিলে নিলো; প্রত্যাশা, নিঃসঙ্গ।
অস্তিত্বের সংশয়ে ঘিরে আছে বিন্দু - রাত আসে ঘন।
ঠিক পরে নির্বাচন ঠিক।
মিটিং মিছিলে বিজ্ঞপ্তি অসংখ্য প্রতিশ্রুতির।

রচনা : ২৫.০৯.'০০ - ৩০.১০.'০০

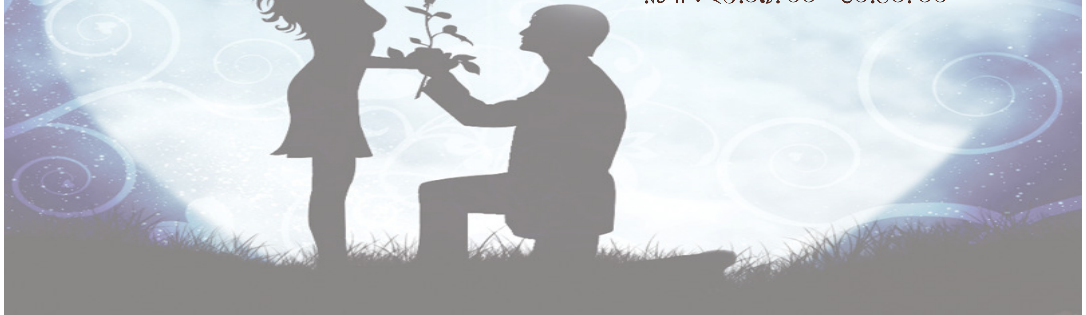

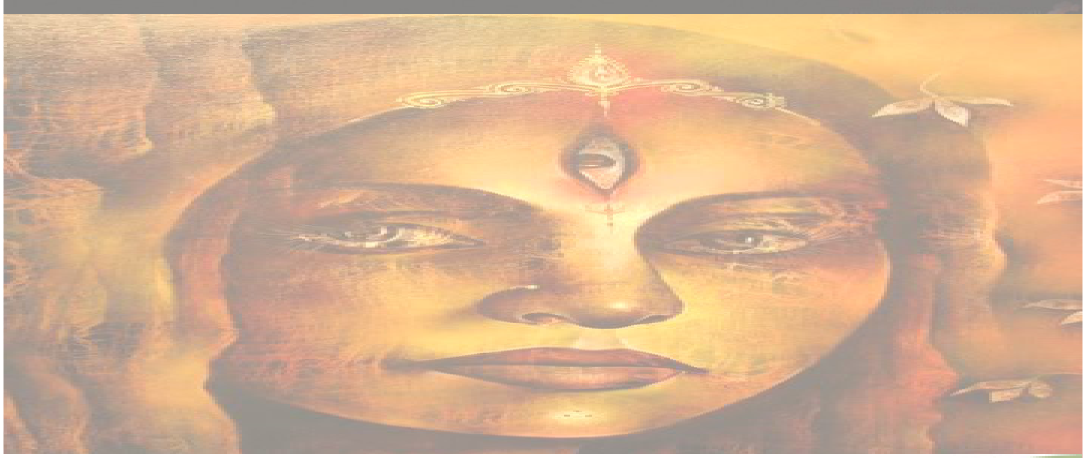

নরম আগুন

পামের ছায়ায় জিরোতে জিরোতে
ঝিমুনির মাঝে কুয়াশার পারে - মাতাবে সবুজ আলোর দেশ
পশমের নরম আদর গায়ে জড়িয়ে - জড়িয়ে
বিমূর্ত বিষণ্নতা   নরম আগুনের মত
তখনো জড়িয়ে আছে গাছ - শিশুর মতই অসহায়।

রচনা : ২৫.০৯.’০০ - ৩০.১০.’০০

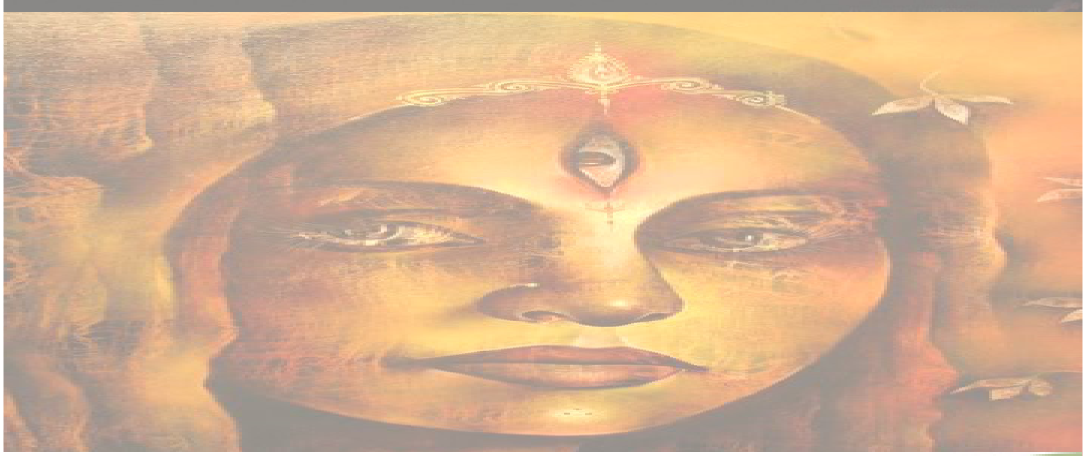

পরিবর্তন মায়ের কোলে

দৃশ্যমান পর্ণমোচী বৃক্ষ লুকায় সমস্ত সবুজ

এভাবে সবুজ থেকে সবুজে : নক্ষত্র যাত্রা

ক্ষয়ে যাওয়া শব্দের খরস্রোতে : ভগ্ন বর্ণের জলপ্রপাত

খোঁজা: শালগ্রামশীলা

পরিবর্তন আসে মায়ের কোলে শিশুর বেড়ে ওঠা।

রচনা : ২৫.০৯.'০০ - ৩০.১০.'০০

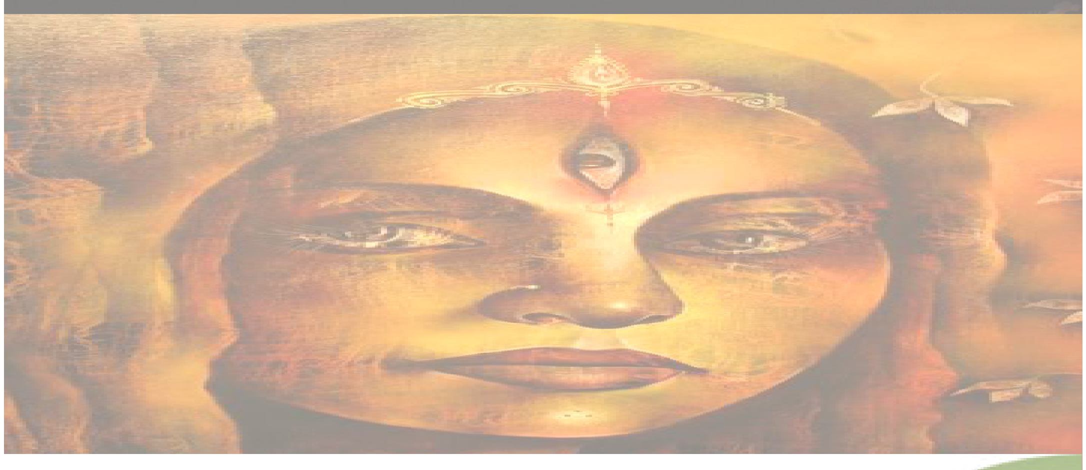

আমৃত্যু শৈশব

নিউক্লিয় বিভাজন - তারপর ঘটে বিভাজন রং ও তুলির

উদাসীন উষ্ণতায় - তখনো চঞ্চল অণুস্রোতে

খুঁজে চলে তরল আকরিক।

ভগ্ন সমীকরণ গুলো এর মাঝে

অণুস্রোতে মিশে গেছে শিল্প কখন।

রচনা : ২৫.০৯.'০০ - ৩০.১০.'০০

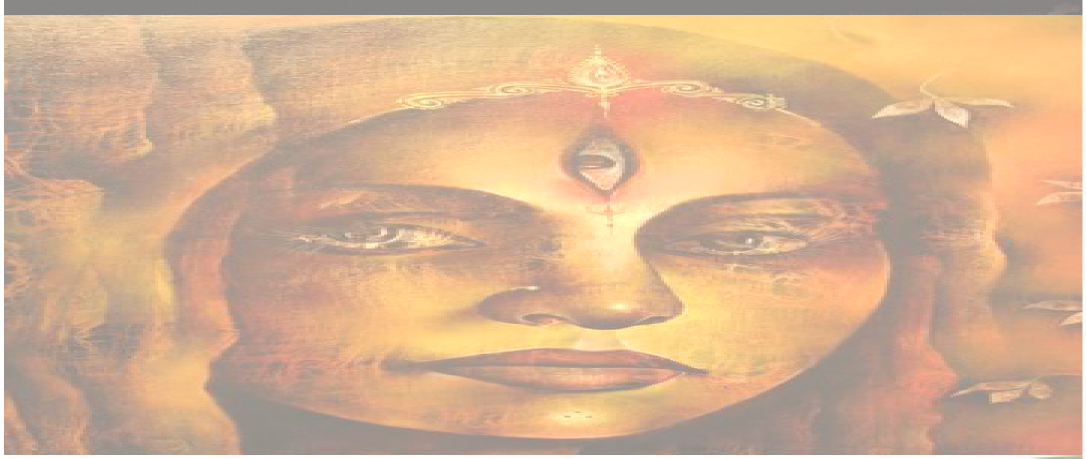

ত্রিমাত্রিক যন্ত্রণা

অস্ফুট আর্তির মাঝে ত্রিমাত্রিক যন্ত্রণা গাঢ় লীন ঘনায়ে আনে
আকাশের গায়, সাপের গর্ত বা পালঙ্কের পাশ
বিষাক্ত ছোবলের সংশয় ঘিরে ধরে চোখের তারা
সূর্যের ভাত গায়ে মেখে ইচ্ছে হয় ঝরিয়ে নিতে—
অধৈর্য্য সময়।

রচনা : ২৫.০৯.'০০ - ৩০.১০.'০০

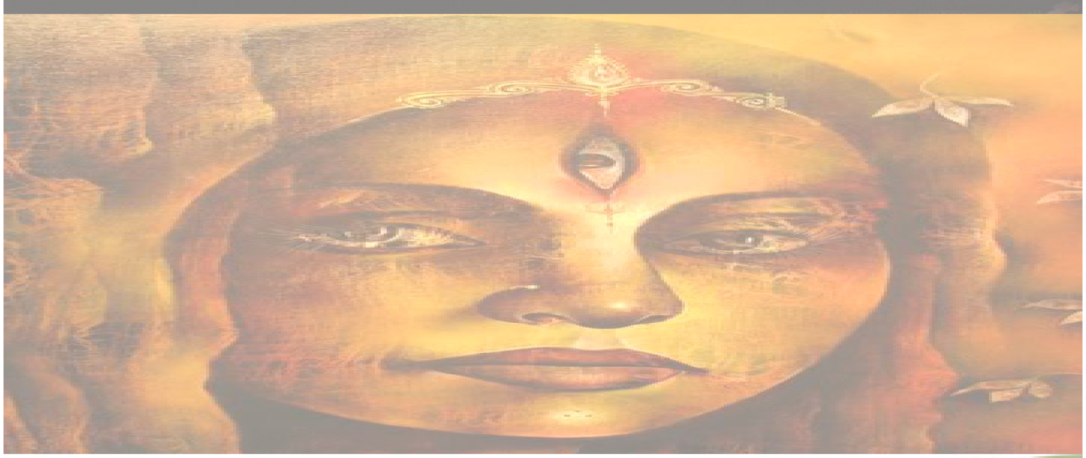

নিরঞ্জন পড়িয়ে যায়

উদগ্রীব ধানের শীষ - কৃষকের জায়মান প্রতীক্ষা

শিরই নুয়ে হাসে / কাশে

অসম্পূর্ণ শব্দ ক্ষয়ে যায় পৌষের কাছাকাছি - প্রতিশ্রুতি বিলি হয়।

নাম মাত্র দামে / তারও কমে নিথর জ্যোৎস্না

গ্রামের টোলে নিরঞ্জন পড়িয়ে যায় - ব্যাকরণসিদ্ধ সন্ধির কঠিন নিয়ম।

রচনা : ২৫.০৯.'০০ - ৩০.১০.'০০, প্রকাশ : ০০.০৬'.০১

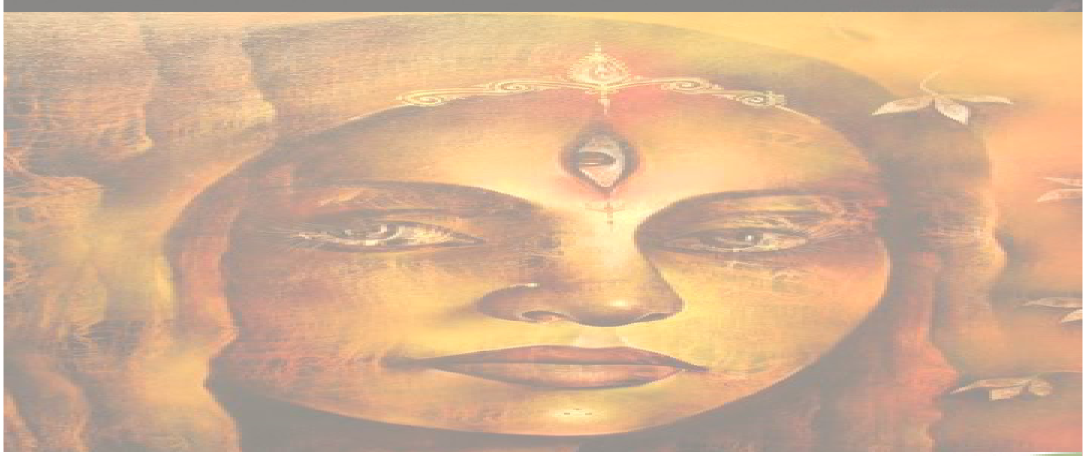

ঐচ্ছিক জীবন

প্রত্যেকের কোন একসময়ে মরতে ভীষণ সখ হয়
জীবনটা ঐচ্ছিক হয়ে গেলে নতুন ভোর আসত না - আগামী শতকে
নাকের গর্জন ভয়ঙ্কর হলে —
প্রতিবাদ মেনে স্বপ্নে বিভোর হই।
কত স্বপ্ন ভিজে গেছে, কত আগুন নিভে গেছে - বয়েস হতে না হতে।

রচনা : ২৫.০৯.'০০ - ৩০.১০.'০০

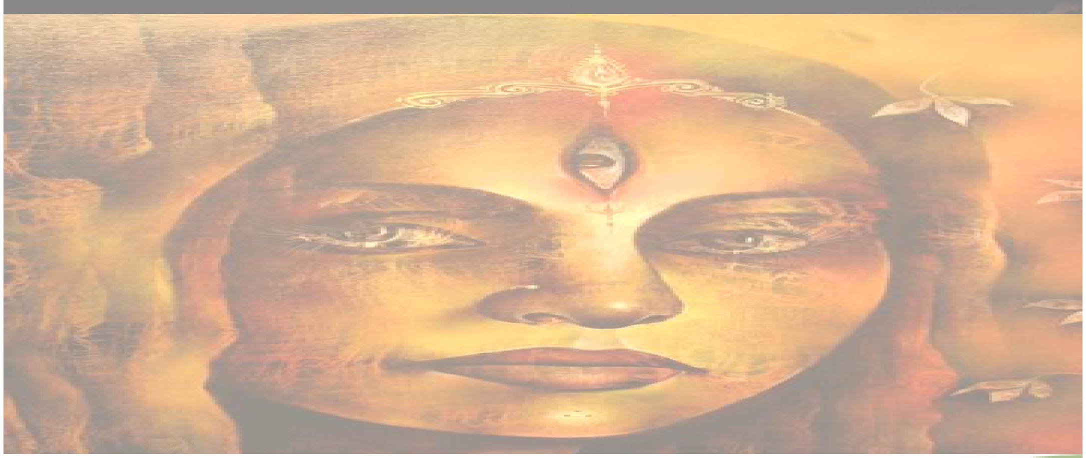

আদর্শ দোলক

খেয়াল খেলে পাখনা মেলে খসিয়ে আমি
দু-একশো তারা
নিদ্রাহীনতা যখন গভীর - ঢেকে ফেলি সমস্ত আকাশ
সরিয়ে ফেলি চাঁদের আলো
রোদে পোড়া, জলে ভেজার আগে - আমৃত্যু শৈশব কেটে যায়।

রচনা : ২৫.০৯.'০০ - ৩০.১০.'০০

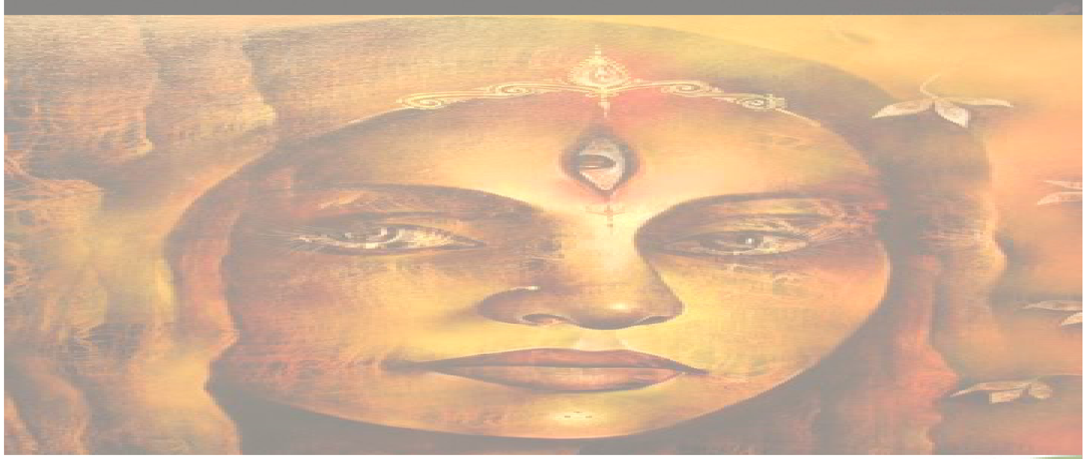

নিপাতনে সিদ্ধ

চিরায়ত শব্দেরা / কথাকথা গল্পের দেশে / স্বপ্ন - স্মৃতিতে ভাসে—

পিতামহদের ঝরিয়ে ফেলা / ডেল্টা - আর্ত - জীবন / ক্রোমজমে জীবন সাধনা

শব্দে রচনা দীর্ঘ সাঁকো / সভ্যতার সন্ধি-সিদ্ধ বিবর্তন /তবুও হৃদয় কেন

নিপাতনে সিদ্ধ - / জলও যা সর্বজনীন দ্রাবক দ্রাবক / ঝরা বৃষ্টির শব্দ /তবুও

কঠিন শব্দের উচ্চারণ বারংবার / সিন্ধুর অতল তলে / নিহারিকা জ্বলে।

রচনা : ২৪.০৯'০০ - ০২.০২.'০২

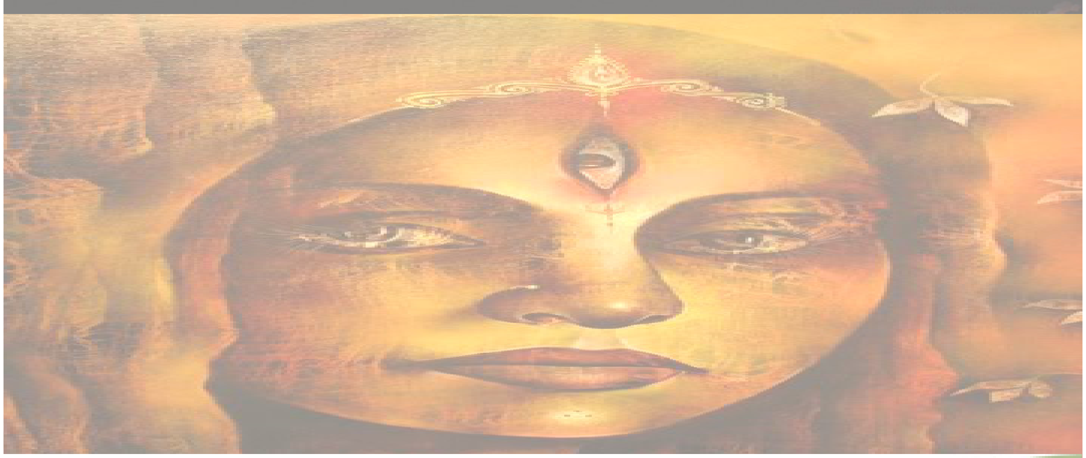

স্বপ্নের পৃথিবী / আগামী দিনে

অ্যালকোহলে ডোবানো পিপাসা/সতেজ কয়েক মুহূর্ত
ক্ষয়ে যাওয়ার কিছু আগে/বিজ্ঞাপনের বিরতির মত
স্বপ্নগুলো ভিজে যায় ভোরের আগে/আধুনিকতার মত
শিল্পীর তুলিতে দ্বিপ্রহরের নির্জনতা/কবির নিঃসঙ্গতার মত
তবুও: পিপাসা নিয়ে গড়ে ওঠে স্বপ্নের পৃথিবী/আগামী দিনে।

রচনা : ২৫.০৯.'০০ - ৩০.১০.'০০

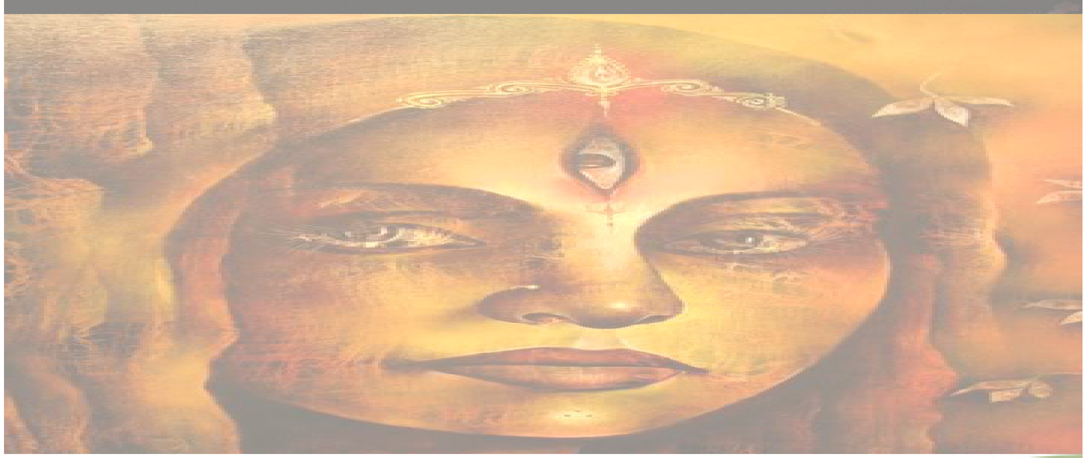

সভ্যতার লাশ

বিজ্ঞাপনে তপ্ত বিলাসী শরীর / বস্তি হতে রাজপথ

আলো - আকাশ - বাতাস কেনে / কেনে জল শেওলা ঘন

সভ্যতার ক্রমিক অবকলন/কবির কুণ্ঠিত বিবর্তন

বিজ্ঞাপনে রূপসীরা প্রিয় ভীষণ / ব্যথিত দাম্পত্য - জীবন

পরবাসে চারপাশে কৈকেয়ী হাসে / ফিস্‌ফিস্‌ কথা বলে সভ্যতার লাশে।

রচনা : ২৪.০৯'০০ - ০২.০২.'০২

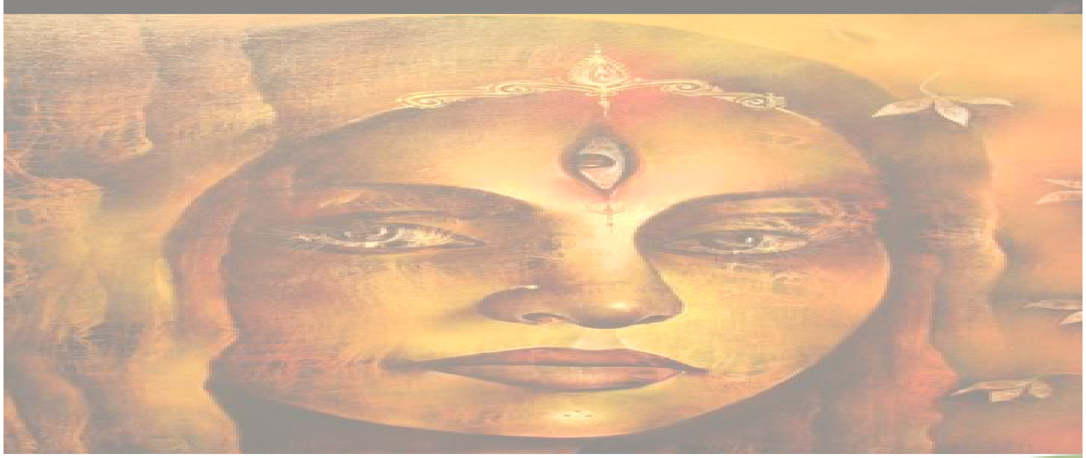

আর্দশ দোলক

কাস্তের বাঁকা চাঁদে মানুষের ভীড় : নিঃসঙ্গতা,

জিরাফের গ্রীবা ছুঁয়ে যায় বৃষ্টি ভেজা রাত : নৈশ নিস্তব্ধতা

গরীবের সুন্দর বউ থাকতে নেই? : তির্যক চাহনি

জয় হয় মানুষের ভাষা : গণতান্ত্রিকতা : যেমন

আদর্শ দোলক দোল খেতে অতিক্রান্ত সময় : মহাকাল।

রচনা : ২৫.০৯.'০০ - ৩০.১০.'০০

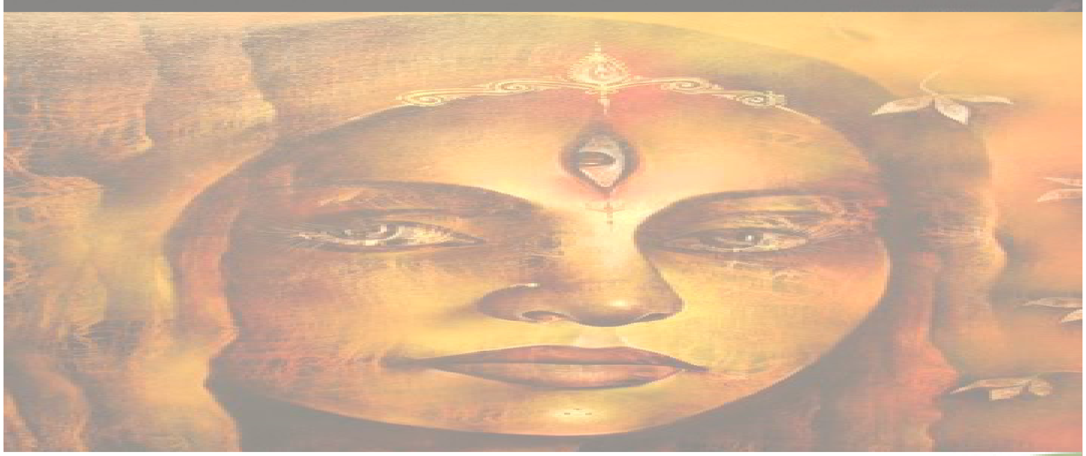

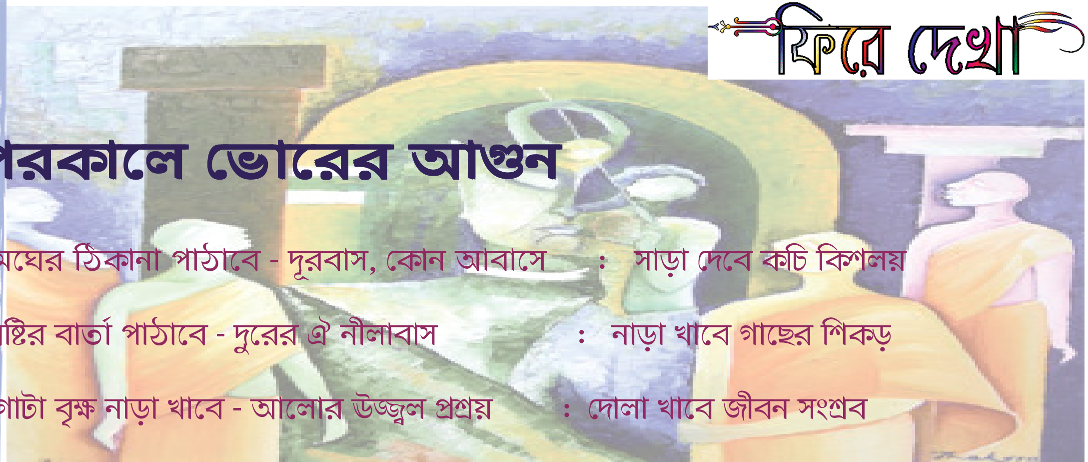

পরকালে ভোরের আগুন

মেঘের ঠিকানা পাঠাবে - দূরবাস, কোন আবাসে : সাড়া দেবে কচি কিশলয়

বৃষ্টির বার্তা পাঠাবে - দুরের ঐ নীলাবাস : নাড়া খাবে গাছের শিকড়

গোটা বৃক্ষ নাড়া খাবে - আলোর উজ্জ্বল প্রশ্রয় : দোলা খাবে জীবন সংশ্রব

জীবনটাই খ্যাত হোক - আলোর শতেক বর্ণালী : মৃত্যু-পরবাসে যত সংশয়

ঈশ্বর খ্যাত হোক - শ্মশানে ফাগুন : পরকালে ভোরের আগুন।

রচনা : ২৪.০৯’০০ - ০২.০২.’০২

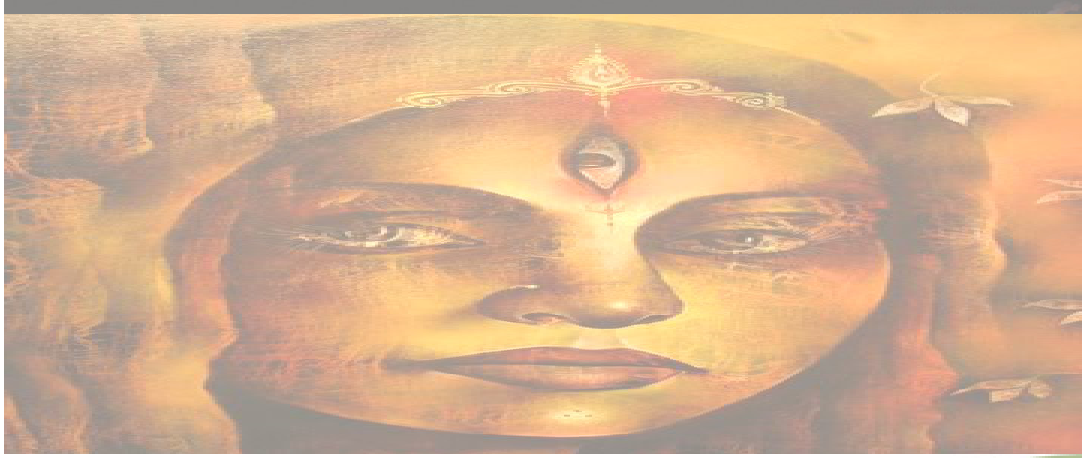

জাগ্রত প্রভাতী মন

ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে হাইফেনের - বিলাসী চুম্বন : পিপাসার ঘন কম্পন
পিপাসায় কাঁপতে থাকে শরীর - যত শিহরণ : মৃত্যুর কালো আবরণ
ওষ্ঠের নরমে মৃদু আলোড়ন - অপত্য ক্রন্দন : স্বপ্ন জড়ায় কখন
চোখের দূরত্বে নিলাজ তারায় - পেমিকার প্রসাধন : হাইফেন জড়িয়ে তখন
প্রেয়সীর সাথে বিমূর্ত যন্ত্রণায় - যূথবদ্ধ জীবন : জাগ্রত প্রভাতী মন।

রচনা : ২৪.০৯'০০ - ০২.০২.'০২

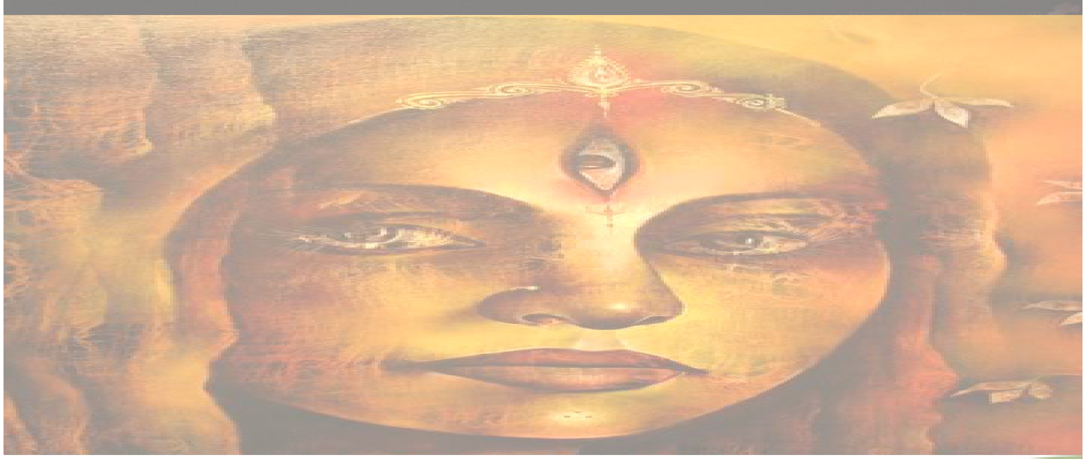

সন্ধ্যাতারার সুখ

প্রগতিশীল পাখীর পাখনা : অখণ্ড এক স্বপ্নে বিভোর
: কুয়াশা ঘেরা কার্শিয়াং - এ
তারপর আগতপ্রায় একটি : প্রত্যাশী উজ্জ্বল দিন বা দিনের
নদীর অস্থিরে ছায়ার অনুরণন : মহাসমুদ্রের অথৈ-নাব্যতা
অসহায় কচি কিশলয় বারবার : সন্ধ্যাতারার সুখ চায়।

রচনা : ২৪.০৯'০০ - ০২.০২.'০২

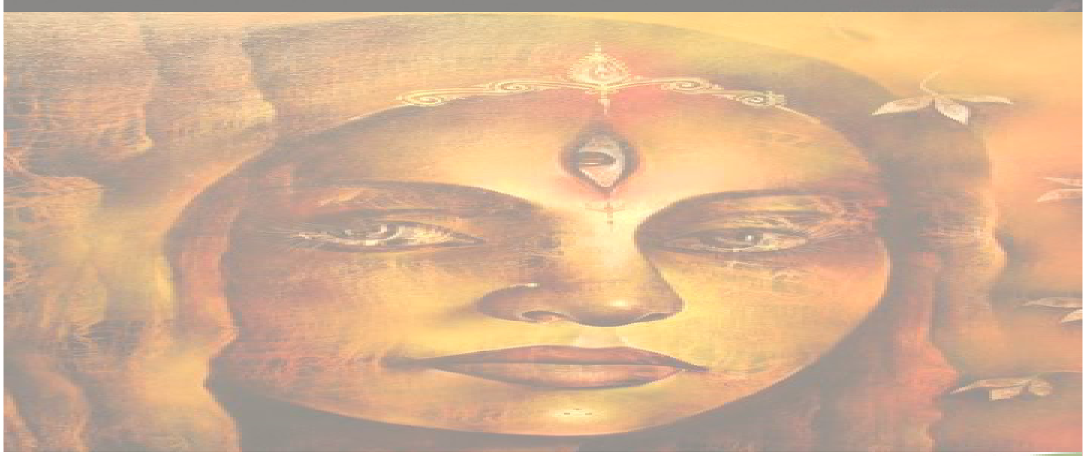

অভিসারী ব্যাথা - অভিমানী কথা

সবুজ শীষে প্রতিরাতে ত্রস্ত প্রস্তুতি / প্রতি ভোরে খরা

ঝরে পড়ে অব্যক্ত রক্ত — ফোঁটা ফোঁটা

খোকাটার নরম পায়ে — অভিসারী ব্যথা

শিউলির ঝরা বোঁটায় — অভিমানী কত কথা।

সবুজ মাঠের মাঝে বসে — যোশেফ আর মোনালিসা / পরস্পর একা।

রচনা : ২৪.০৯'০০ - ০২.০২.'০২

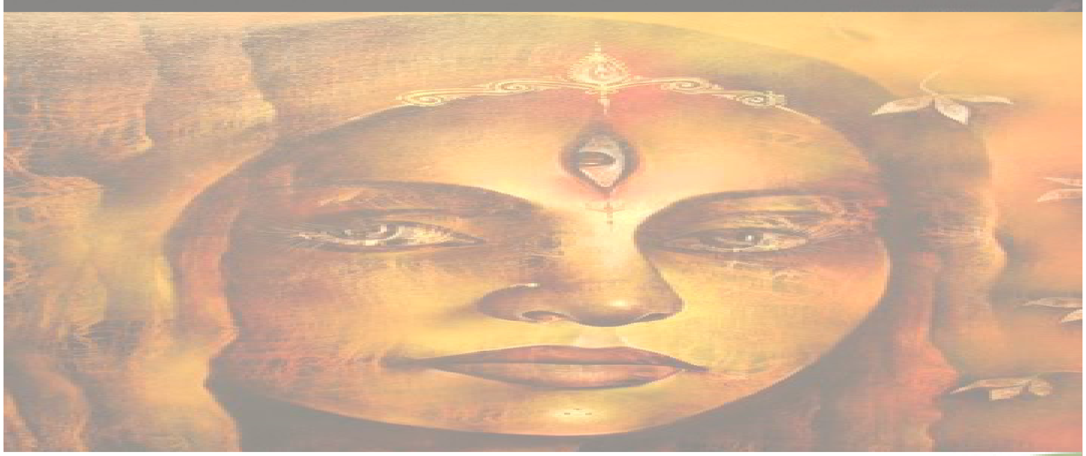

চক্‌মকি হাতে

সেদিনের ভোরের বেলায় : কিছু শব্দ জমাট বাঁধল কবিতায়
: তারা বিশ্ব গড়ল কাব্য ছায়ায়।
যখন রক্ত জমাট বাঁধল : সকাল বেলা সকাল তখন
কালিও কলম সবার হাতে : হাতিয়ার হাতে হাতে কখন
চক্‌মকি প্রতি হাতে : দাবানল জন্ম নিল তখন।

রচনা : ২৪.০৯'০০ - ০২.০২.'০২

ভালোবাসা এক পাললিক শিলা

পাহাড় ভালোবাসে শুভ্র বরফ / সমুদ্র ভালোবাসে উত্তাল ঢেউ

আকাশ ভালোবাসে রক্তাক্ত সূর্য

রাত্রি গোপন প্রস্তুতি এক

সমতল ভালোবাসে ঘাসের সবুজ শীষে / ফোঁটা ফোঁটা শিশির বিন্দু

কবি পাললিক শিলা / জীবাশ্ম নতুন প্রজন্ম / ঘাসের একটি সিন্ধু।

রচনা : ২৪.০৯'০০ - ০২.০২.'০২

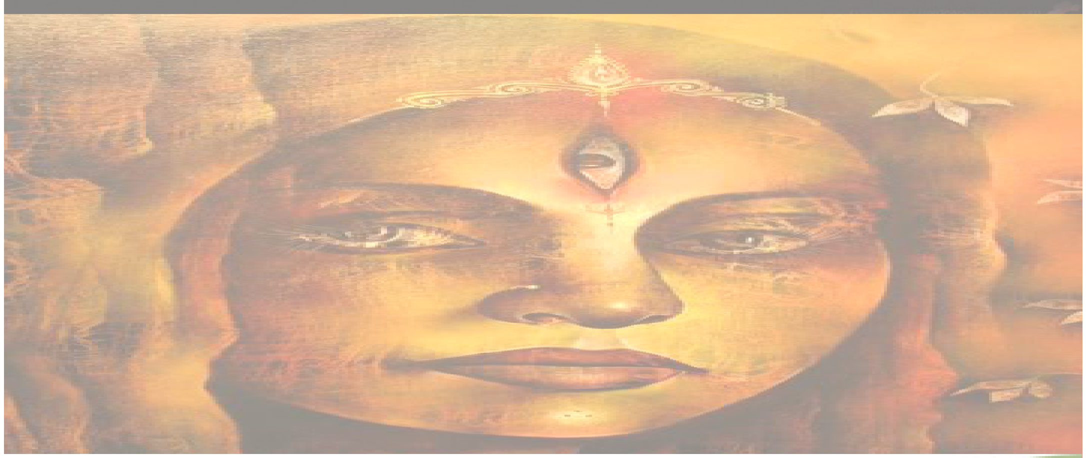

জায়মান ঘাসে দীপণ - প্রাবল্য

গোপন কম্পাঙ্ক অনুভূত হয় সুবেদী রিখটার স্কেলে

শিহরিত হয় জায়মান ঘাস শীষ / রাত্রের গোপন ঘনত্বে

জৈবজ দেহের তাপনমাত্রায় নিয়ন আলো জ্বলে

সুখের আধরে সুখ খায় ঢেলে / দেহের আধারে দেহ যায় ডুবে

দীপন - প্রাবল্যে বোরখার যবনিকা অতিমাত্রিক কথা বলে।

রচনা : ২৪.০৯'০০ - ০২.০২.'০২

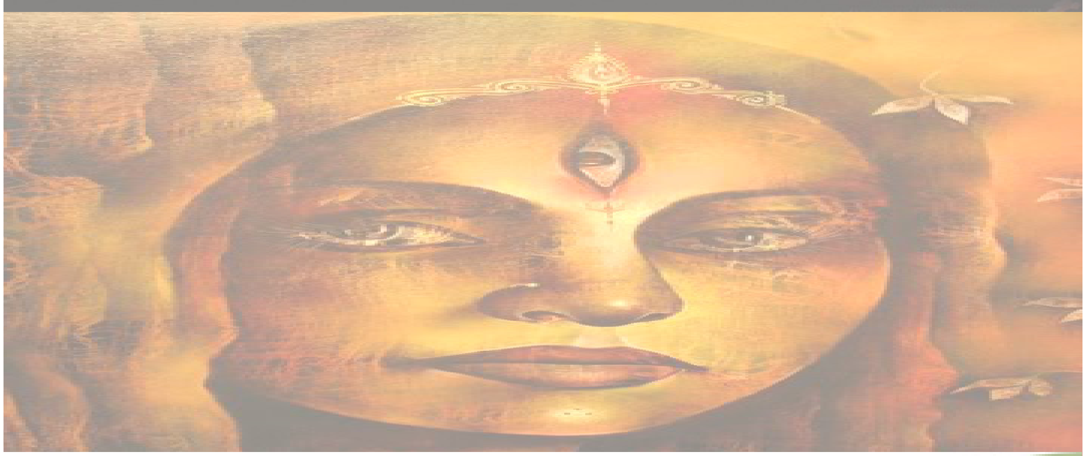

সংবাদ ন'টা

স্মৃতি বা বিস্মৃতি মাত্র বিক্রিয়া : আগমীটা আচ্ছন্ন বিক্রিয়ার গতি

এই দেশ - কাল - পাত্র : বিক্রিয়ার দুর্ভেদ্য আধার

যন্ত্রণা - অস্তিত্ব - নন্দন তত্ত্বের সংগ্রাম : সমগ্র কাল - পরকাল

বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত - কবি ও কবিতা

সুস্থির ভারসাম্যের সম্ভাব্য প্রচেষ্ট/ সংবাদ ন'টা।

রচনা : ২৪.০৯'০০ - ০২.০২.'০২

নরম পায়ের গোধূলী গোড়ালী

আঘাতেই শব্দ শোনা যায় - আঁচ করা আসন্ন কল্প মধুরতা

ঘোমটার মৃদু আলোড়ন - ছায়াঘেরা মৃত্যুর আসন্নতা

এর মাঝে চিতার বৈরাগ্য আগুনে - হে নব কিশোর

জ্বালিয়ে দাও কেমনতর মন খারাপ

ভোরের শিশিরে ভিজিয়ে নাও - পায়ের নরম গোধূলি গোড়ালী

রচনা : ২৪.০৯'০০ - ০২.০২.'০২

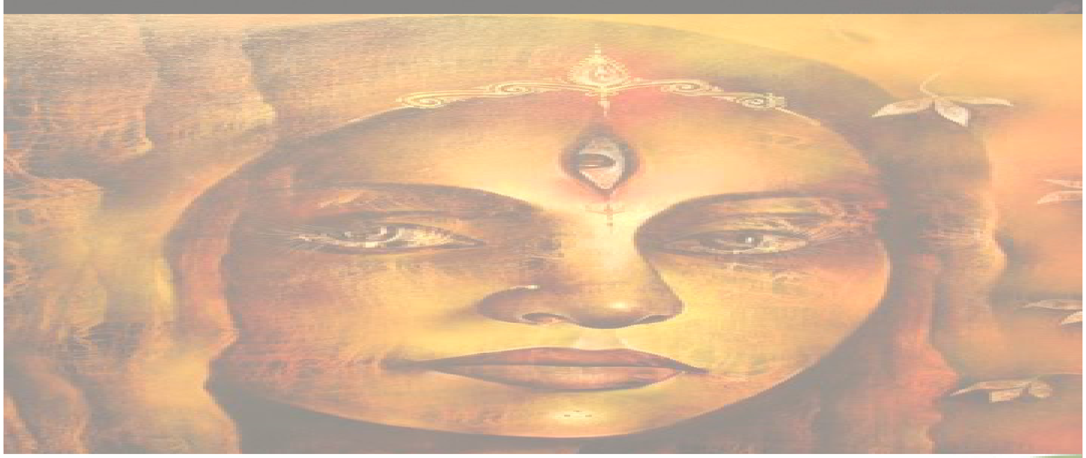

মহাসামুদ্রিক গাঢ়তায় গোপন সৌচ স্নান

হাওয়ায় পালক কবিতার ছায়া : মানুষীর প্রতিকী চুলের মহাসামুদ্রিক গাঢ়তা

ঝুলবারান্দায় খণ্ড খণ্ডিত ভালোবাসা : প্রশ্রয়ে প্রসারিত ঝড়ো আকাশ মেঘলা

প্রতিক্রিয়াশীল মানুষের আজও গোপন সৌচস্নান : তৃপ্ত হয় কামরস

প্রেমিক - প্রেমিকা খেলে কদম তলে : স্থায়ী প্রত্যয়ের মতো পঞ্চভূতে

ছায়া প্রতিক্রিয়াশীল শূন্য, জলের সমোচ্চশীলতার : এক চিলতে রোদ্দুর খোঁজে

রচনা : ২৪.০৯'০০ - ০২.০২.'০২

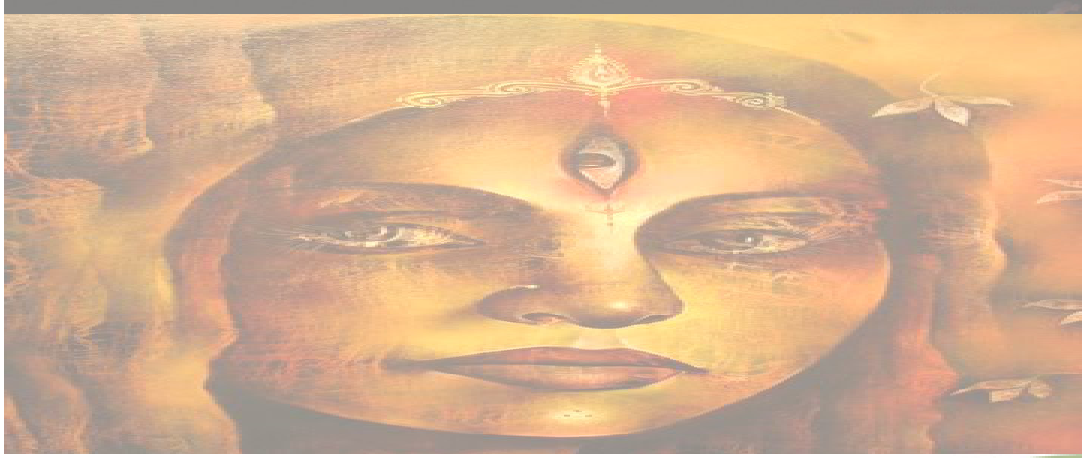

ঘরের পুরুষ অন্য ঘরে

চাঁদটা স্নান সারলে - ঐ বাড়িটার পানা পুকুরে

ওঃ নারী বাসবি ভালো? / ঘরের পুরুষ অন্য ঘরে!

অভিজাত চাঁদের দেহটা / চাঁদ ছিল ওঘরের শোকেশে।

পুরুষের লোমকূপে ঘুম বুঝি ছাড়ল / সন্ধ্যার গোলাপী ডেরাতে

নদীর পাড় অন্য চরে / ওঃ পুরুষ বাসবি ভালো?

সব চাঁদে যদি বসতি গড়ে!

রচনা : ১২.০৩'.০২

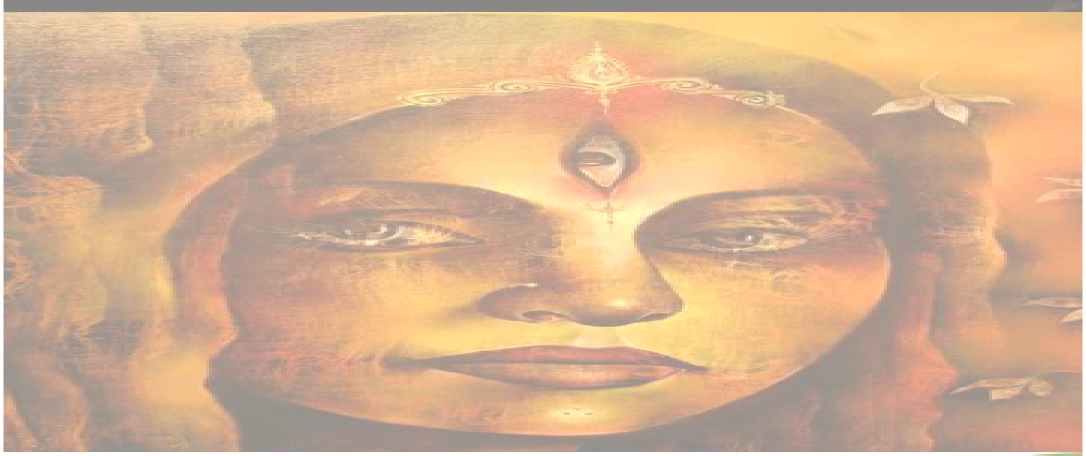

নামবে বৃষ্টি

আকাশ স্বপ্ন গিলত / গিলত অতীত

ডাইনোসরের পিঠে ভর / বসতি একাকী

মেঘ ছুঁয়েছে হয়ত বা এক পশলা বৃষ্টি

আকাশ ছুঁয়েছে আস্ত একখানা সূর্যের থালি

যদিও আকাশ ছুঁয়েছে মেঘ / কণ্ঠে অনন্ত সমুদ্র পিপাসা /নামবে বৃষ্টি।

রচনা : ২৪.০৯'০০ - ০২.০২.'০২

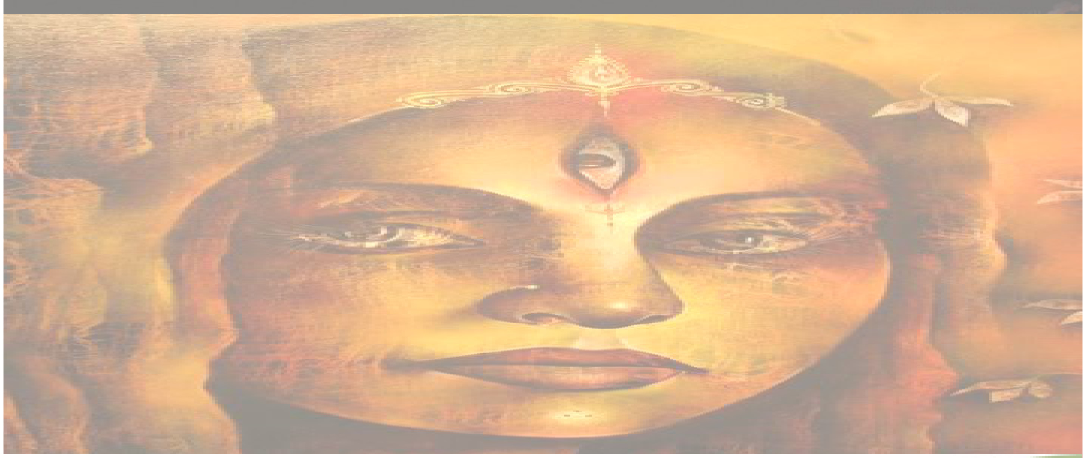

হাত - প্রতিহাত / ঘাত - প্রতিঘাত

বুকের উপর ঝাড়বাতির আলো : রাত্রির বিলাসী আঘাত

অসংখ্য - মুখের বিকৃত সুখ : প্রত্যাশী বীজের অভিমানী সংঘাত

সঞ্চয়ের হিসাব নিকাশ শতকরা সুদকষা : সূর্যের সাথে ক্ষণ মুলাকাত

তবুও : নিঃসাড় দেহে সংখ্যাতীত হাত : হাত - প্রতিহাত

হাতে কলম / কলমে বোবা কথা : গড়ে তোলা কাব্য জগত ঘাত-প্রতিঘাত।

রচনা : ২৪.০৯'০০ - ০২.০২.'০২

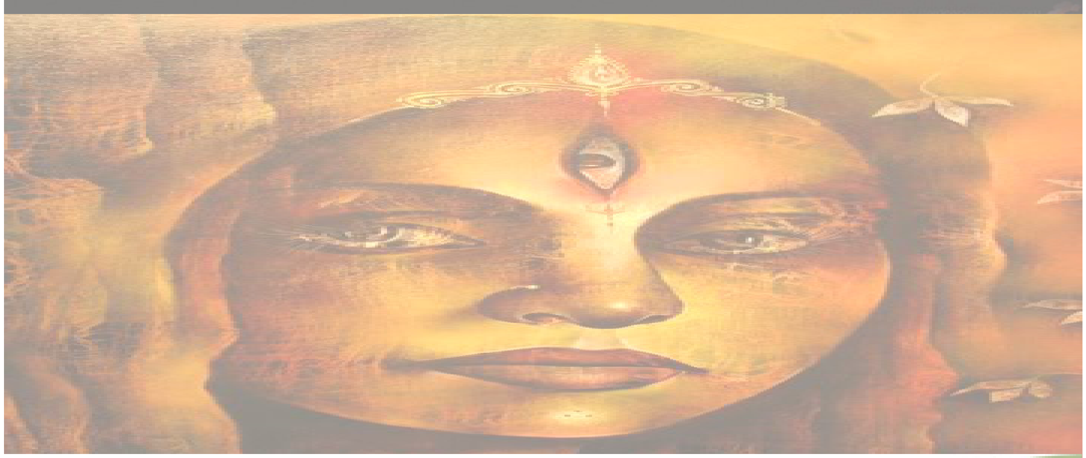

শয়নের রাত নয়তো স্বপ্নময়

ভীতির সঞ্চয় শরীর ক্রন্দনে / নাড়ীর স্পন্দনে সংশয় কাতরতা

দেহ নিয়েছে দখল — স্থিতিজাড্য - স্থবিরতা

চোখ জাগায় না নেশা — সবুজ সজীবতা

প্রতিটি দেহতন্ত্র অসাড় অব্যয় — যন্ত্রণা অক্ষয়

মিলনে নেই কেউ — শয়নের রাত — নয়তো স্বপ্নময়।

রচনা : ২৪.০৯'০০ - ০২.০২.'০২

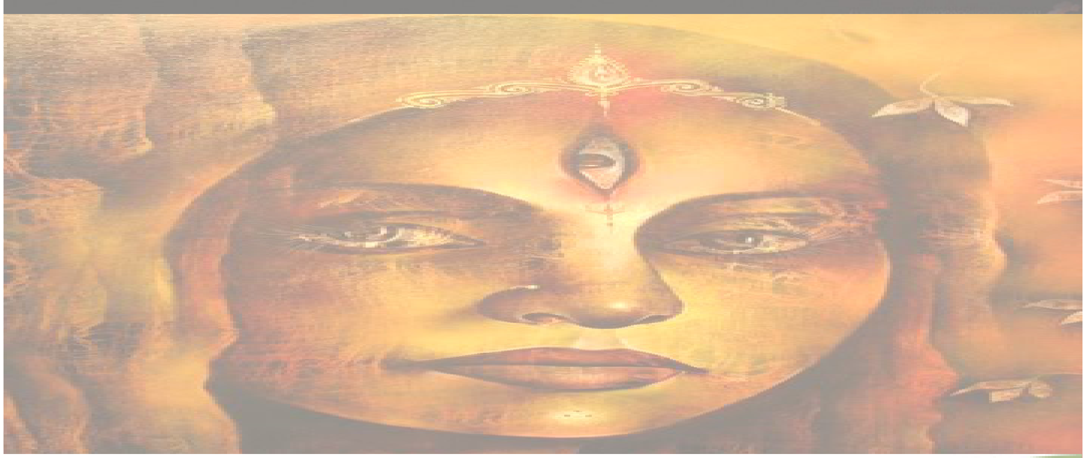

প্রোটিনে প্রোটিনে ইন্টারনেট

উষ্ণ নীল জলমালার স্রোত শায়িত শরীর সান্নিধ্যে

শুভ্রতম হিম - প্রাচীর বয়ঃসন্ধির লজ্জাবোধ অজান্তে ভেঙ্গে যাবে

সুনেমিস্ন তোমার সাগর শরীরে বা উপসাগরীয় দেহাংশে

মিলন সুখ খাবো বিপরীত প্রবাহে

ঘনকুয়াশায় ঢাকা বিস্তৃত মগ্নচড়ায় বা গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্কে আমাদের বাসর বিলাস

মিশ্র ক্রোমোজোমে, প্রোটিনে প্রোটিনে ইন্টারনেট নতুন প্রজাতি সন্ধানে।

রচনা : ২৩.০৮'০২ - ০২.১০.'০২

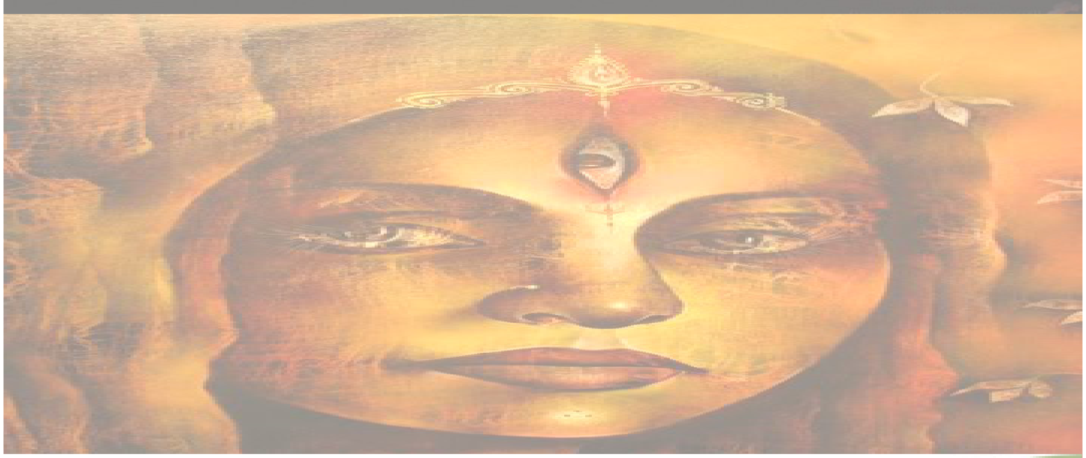

বেদুইন অথবা বন্ধ্যা জীবন

সুনেমিস তোমার ফোসা ম্যাগনায় সবুজ জন্ম নেবো

কখনো খরস্রোতা নদী হবো, গ্রস্ত উপত্যকায় উচ্চগতি সারবো

তোমার আবরণে ঢাকা গোপন আভরণ, আলক স্তর মেঘের শীতল আচ্ছাদন।

চন্দ্রাভ শোভায় দেখা যাবে নিঃস্পর্শ গোপন ভূগোল গঠন।

মোনাক ডন্‌ক বা কখনো ধান্দে পেরিয়ে যাবে বেদুইন অথবা বন্ধ্যাজীবন।

রচনা : ২৩.০৮'০২ - ০২.১০.'০২

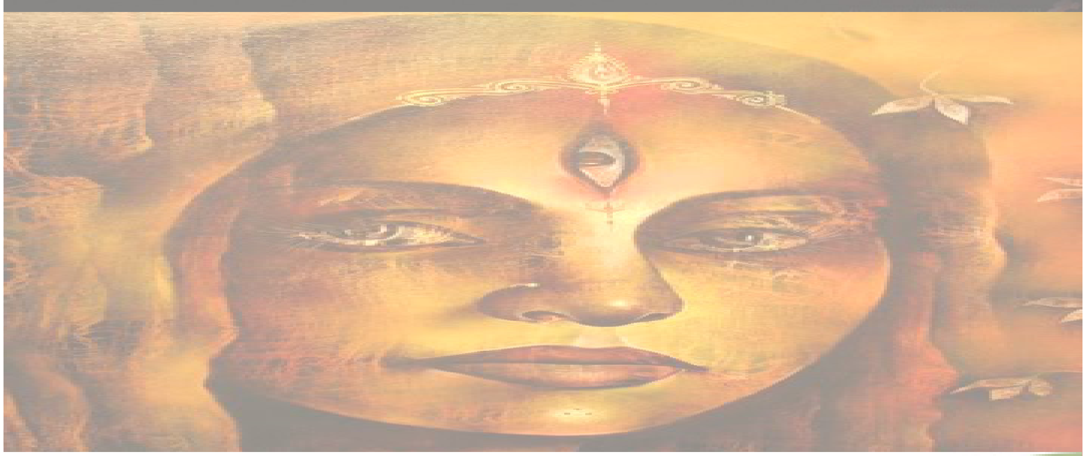

গোপন খেয়া

জলের উপর তলে ভাসমান হিমশৈল ক্ষুব্ধমণ্ডলে —
রুদ্রদাহ জ্বালে দেহের দৃশ্যতলে,
জলের গভীরে অদৃশ্য প্রায় সর্বাংশ অজ্ঞাত নেশায় টানে
হিমশৈল গড়িয়ে যায় রেখে যায় অসংখ্য ফসিল চিহ্ন সংখ্যাতীত গ্রাব রেখায়
আত্মার সুবিশাল ধাত্রে দেহ ভেসে যায়, হিমশৈলে স্থিরচিত্তে কথা কয়। কোষের
মস্তিষ্কে লক্ষ কালের তন্দ্রা ভাঙে সহস্র গোপন খেয়ায়।

রচনা : ২৩.০৮'০২ - ০২.১০.'০২

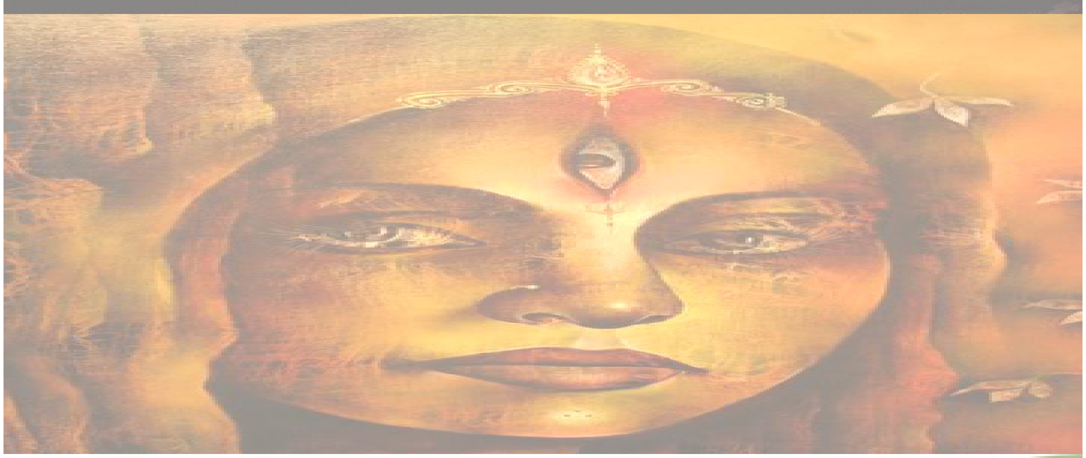

সর্বস্ব লীনতাপ

তাপ - বিষুব রেখায় দুই বাহু বেষ্টন করে নেব,
'সুঃ' - তোমার প্রতিটি দৈহিক বিন্দুর পরম তাপ মেপে যাবো
জেনে নেবো তোমার উষ্ণতায়—
আমার আপেক্ষিক গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক;
আমি বাষ্প হব আকাশে হারাবো।
তোমার শরীর থেকে শুষে নেব সর্বস্ব লীনতাপ, তুমি আমি শূন্য হব।

রচনা : ২৩.০৮'০২ - ০২.১০.'০২

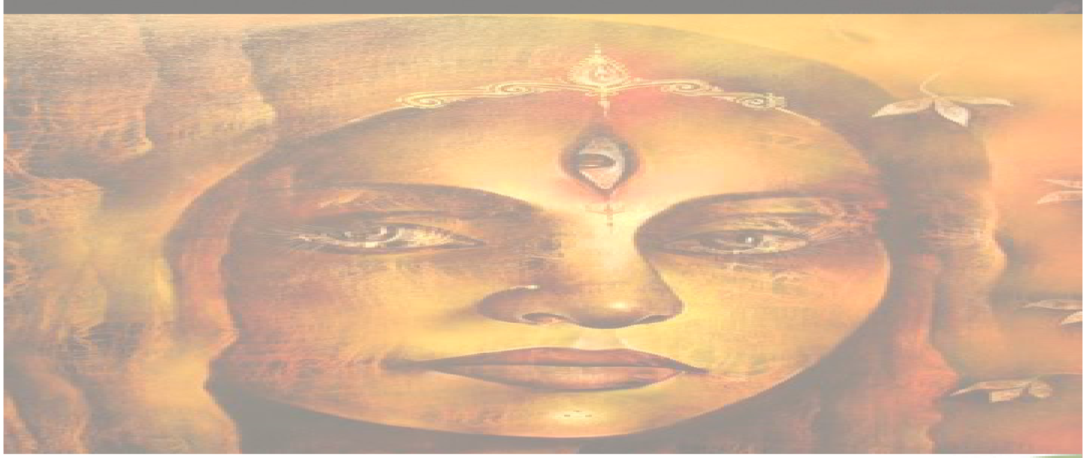

স্বাধীন ভোগের সুখ

‘সু:’ - অঙ্গে জড়ানো পলিমারের সূক্ষ্ম তার বা বর্ণনা
আস্ত শরীর বা নীরবিনী ঝর্ণা।
তোমার শরীরে জোয়ার বা টর্ণেডো কল্পনা;
বিরহ যন্ত্রণা বা সৃষ্টির কথিত আল্পনা।
রাস্তা দিয়ে চলতে পারিনা ‘সু:’ - টেলিফোনের তারের মতো
মটর লতায় জড়িয়ে ধরে
কলমিলতায়া কথা বলে দুয়োরানীর দুখ্
সুষনি পাতায় ঘুমিয়ে আছে স্বাধীন ভোগের সুখ।

রচনা : ২৩.০৮’০২ - ০২.১০.’০২

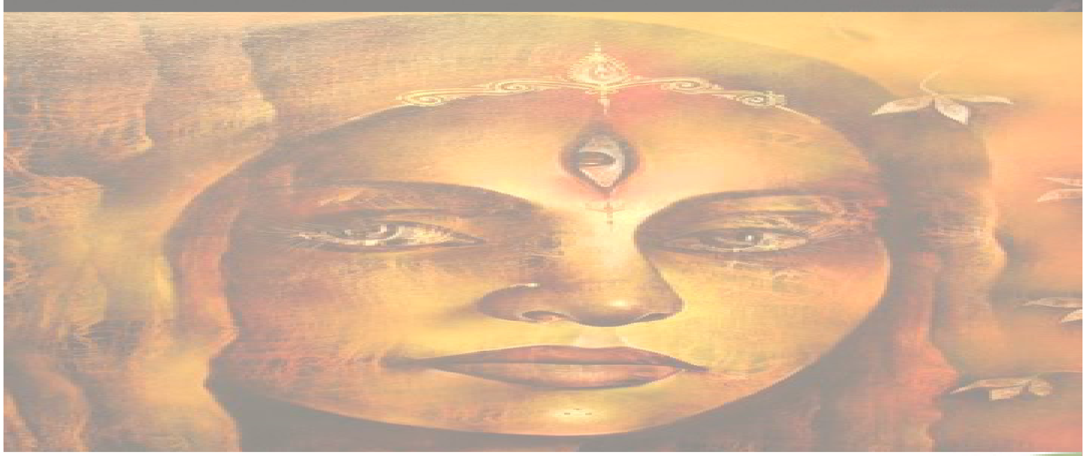

আবদ্ধ গ্রাবরেখা

পার্শ্ব গ্রাবরেখায় দুই হাত রেখে পৃষ্ঠস্থ-গ্রাব এর ঘ্রাণ স্রোত নেবো
মধ্যগ্রাবরেকার ফাটল দৈর্ঘ্য অজান্তে হারাবো, ভ্রমিত শিলার মতো
হোয়ল ব্যাক-এ মুখ রেখে অনন্ত দিকচক্রবালের
এক সমুদ্র মসৃণতার অনুভূতি নেবো।
অনুদৈর্ঘ্য হিমদরীতে পূর্ণাঙ্গ স্নানের পূণ্য স্নান সুখ খাবো
আবদ্ধ গ্রাবরেখায় একাধিক হিমযুগ কেটে যাবে, জন্ম ও জন্মান্তর হারাবো।

রচনা : ২৩.০৮'০২ - ০২.১০.'০২

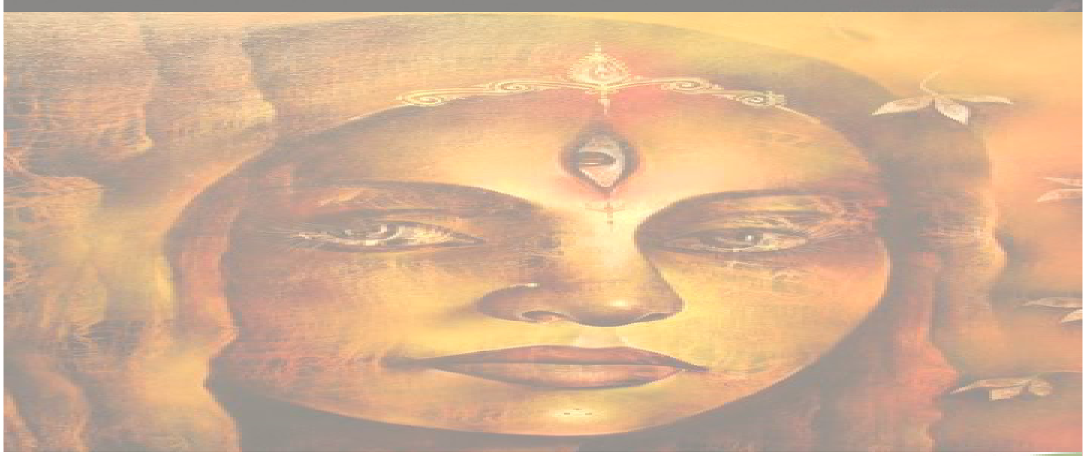

‘সুঃ’ - বিনুনী-নদী হবো

অঙ্কদেশের অসমান পাহাড়ী পথে দশদিক পাক খেতে খেতে এগোব

উল্লম্ব মন্থকুপে স-শরীরে হারাবো

প্রশস্ত উপত্যকায় শরীর বিছিয়ে নেবো

তোমার শরীরে ‘সুঃ’- বিনুনী নদী হবো, তোমার গঠনের ঘর্ষণ সুখ খাবো।

রচনা : ২৩.০৮’০২ - ০২.১০.’০২

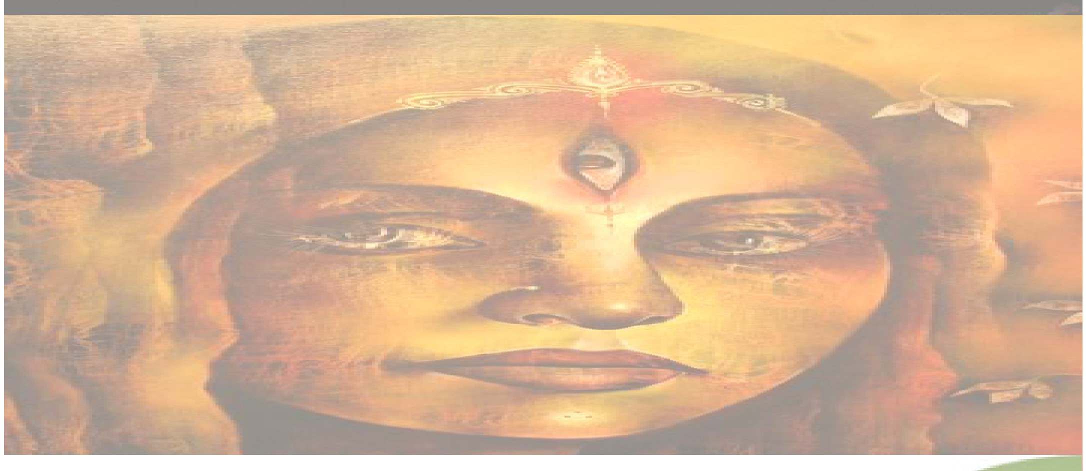

হাইফেনের বিলম্বিত যন্ত্রণা

কখনো হঠাৎ ক্ষণিকের জন্য পৃষ্ঠ-ভূ কেঁপে ওঠে, কাঁপে সুনেমিস শরীর।

আমার অগ্ন্যুৎপাত, তোমার ধ্বস-হঠাৎ ভূ আলোড়ন —

উপকেন্দ্রে দীর্ঘতম শৃঙ্গার

তোমার ভূ-কম্প কেন্দ্রে বা প্লাইস্টো সাইজোমিক অঞ্চলে আমার সঙ্গম

তারপর আগ্নেয় মেঘলার মাঝে হাইফেনের যন্ত্রণা বিলম্বিত তাল

প্রতিবাদ উপকেন্দ্রে কেটে যাক নিয়ত মহাকাল — এটাই হোক মোক্ষধাম।

রচনা : ২৩.০৮'০২ - ০২.১০.'০২

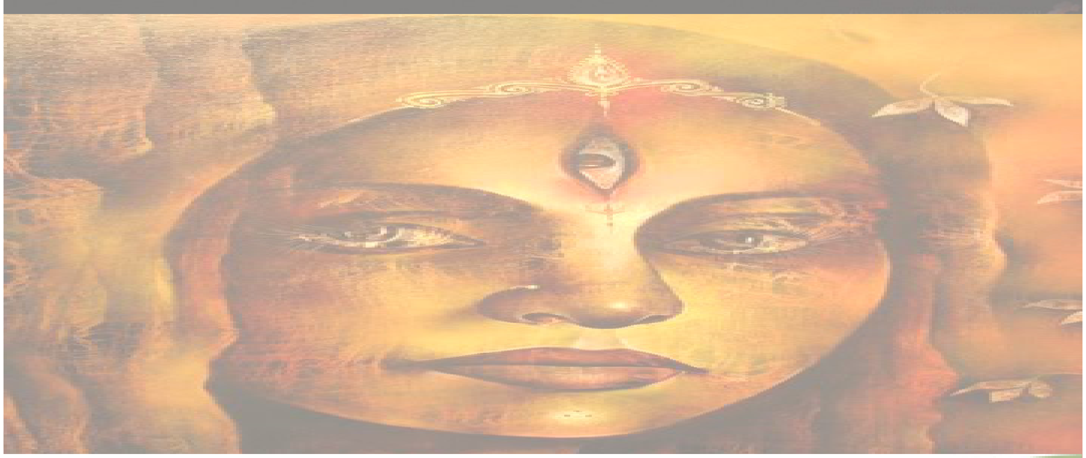

বিভার হ্রদে মুষিক জীবন

'সু:'- তোমার জলগ্রহে আমার পূর্ণ স্নান গ্রহণ,
কিংবা তোমার বিভার হ্রদে মুষিক জীবন।
বা বিরণ হ্রদে আমার দীর্ঘ শয়ন,
আমার রাত্রি দিন, তোমার আবর্তন।

রচনা : ২৩.০৮'০২ - ০২.১০.'০২

লোয়েস অঞ্চলে বৃষ্টিকণা

করিডোরে 'সুঃ' - বিপরীত বায়ুপ্রবাহে জেনে নেবো আপাত অবস্থান ঘূর্ণাবর্তে

অঙ্কদেশে রেখে যাব মস্তক বালিয়াড়ি, আমার অপত্য প্রজন্ম লবনাক্ত হবে।

তোমার লোয়েস অঞ্চলে বৃষ্টিকণায় ছেয়ে যাবো, তোমাকে আর্দ্র করে যাবো।

অল্পকালস্থায়ী বেগবান হঠাৎ বন্যা হব —

শুষ্ক উপত্যকা ধুয়ে দেব, হয়তো বা প্লায়া হব

অসংখ্য সঙ্গম পিপাসা সুখ খাবো।

রচনা : ২৩.০৮'০২ - ০২.১০.'০২

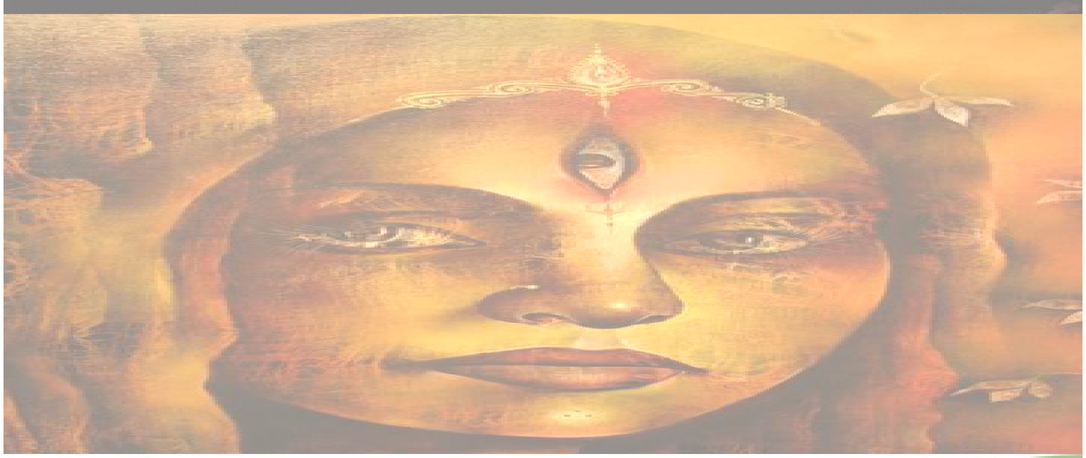

আমিত্ব ও অমৃতত্ত্ব

মূল মধ্যরেখায় 'সুঃ' - ভোদকার নেশার ঘোর সুদে বাড়ে
শৈলোৎক্ষেপন আছড়ে পড়বে প্রলয় ধর্ষণে।
ক্রান্তীয় ঘূর্ণাবর্তে জেনে নেবো গতির পরম অনুভূতি ঈশ্বর তত্ত্বে -
ঘূর্ণাবাতের চক্ষুতে অনুভব করব মেঘমুক্ত আকাশের শরত সারল্য
ব্যারোমিটারে জেনে নেবো দুটি প্রেমিক হৃদয়ের আপাত স্থায়িত্ব
সীমান্ত সৃষ্ট বৃষ্টিপাতে ভিজবে আমিত্ব ও অমৃতত্ত্ব।

রচনা : ২৩.০৮'০২ - ০২.১০.'০২

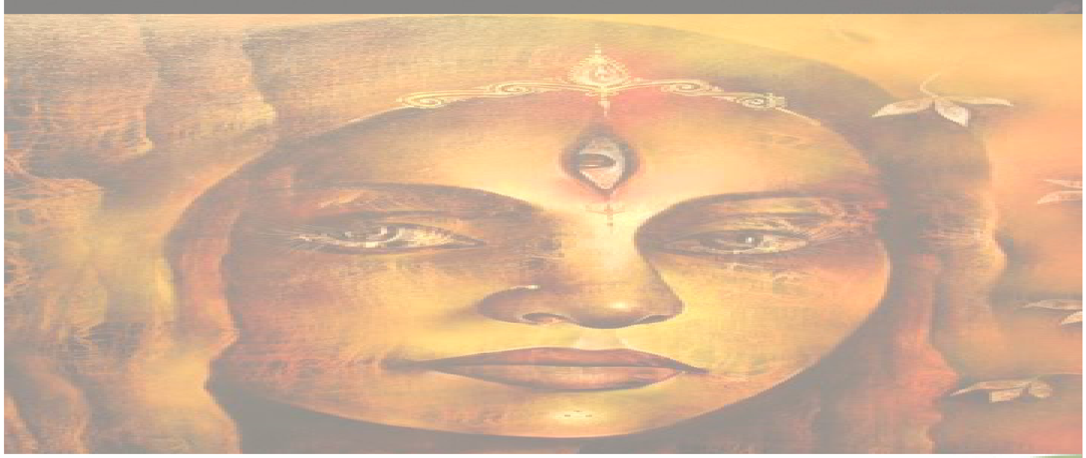

যৌবনের নিভৃত মিলন

উচ্চচাপ বলয়ে উত্তর-দক্ষিণে 'সু:' - তোমার নিটোল ভূ-ভাস্কর্য
আমার শান্ত বলয়ে কখন জমে ওঠে নীরদ স্তূপ মেঘ, নীরব জমিনে
নিম্নঢাল বেয়ে নেমে আসবে প্রবাহী বায়ু
গভীর অন্ধকারে অজ্ঞাত আত্মহননে
হৃদবায়ুর মতো তোমার গোপন ভূ-ভাগে
বয়ে যাবে আমার যৌবন নিভৃত মিলনে সংশ্লেষে বা শ্বসনে।

রচনা : ২৩.০৮'০২ - ০২.১০.'০২

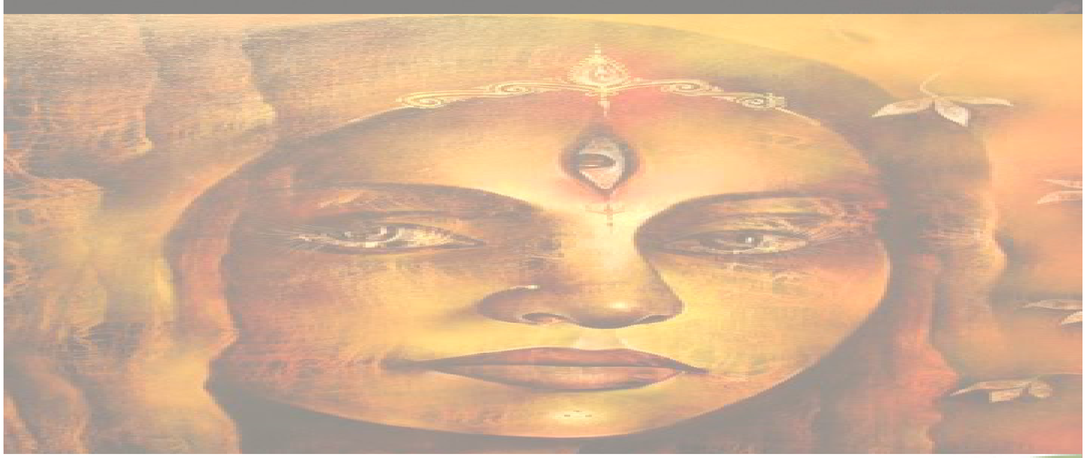

কায়াকের মতো বয়ে যাবো

তন্দ্রার মাঝে ভেসে আসে 'সু:'- তোমার তুন্দ্রা শরীর
একাধিক শুভ্র পাখনায়
ঝাপসা হয়ে আসা প্রখর সূর্যের আভা ছায়াঘন আলোচনায়
ইউরাল পর্বতের শীর্ষ সুখে আচ্ছন্ন হৃদয় — কায়াকের মতো
বয়ে যাবে শ্বেত ধবধব শুভ্র শরীরে

রচনা : ২৩.০৮'০২ - ০২.১০.'০২

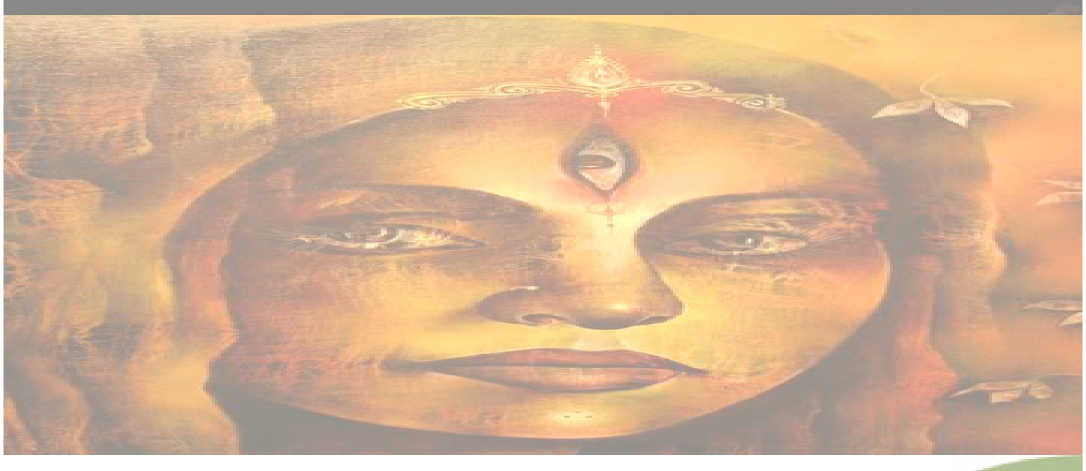

নোঙর

ছায়াপথে-
কবিতা-
হিংসার-
(প্রেমের)
নোঙর-
করেছি
রাস্তায়।

রচনা : ০৮.০৩.'০২ - ০৭.'০২

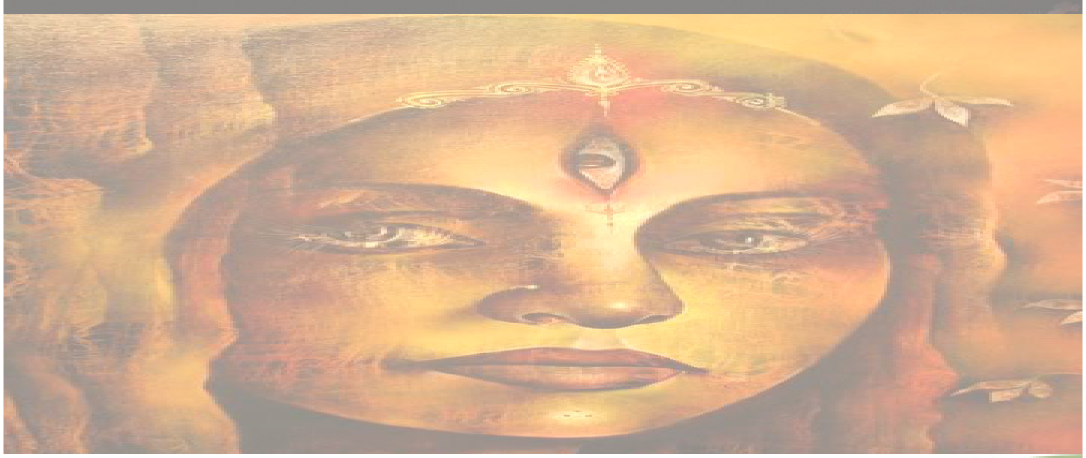

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডার

মেরীর-

স্তনপানে-

যীশু

মোনালিসা

হাসে

রচনা : ০৮.০৩.'০২ - ০৭.'০২

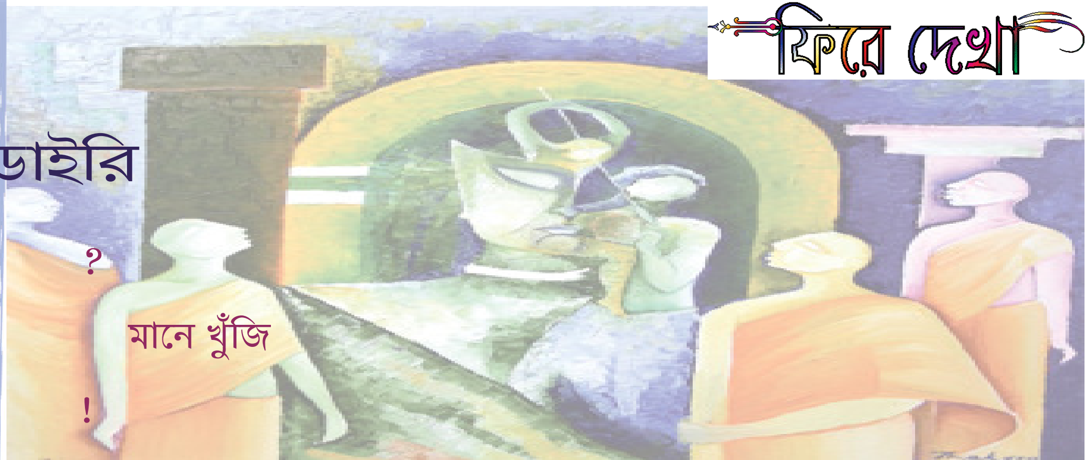

ডাইরি

?

মানে খুঁজি

!

অবাক হই

,

দাঁড়িয়ে পড়ি

।

পথের শেষ।

রচনা : ০৮.০৩.'০২ - ০৭.'০২

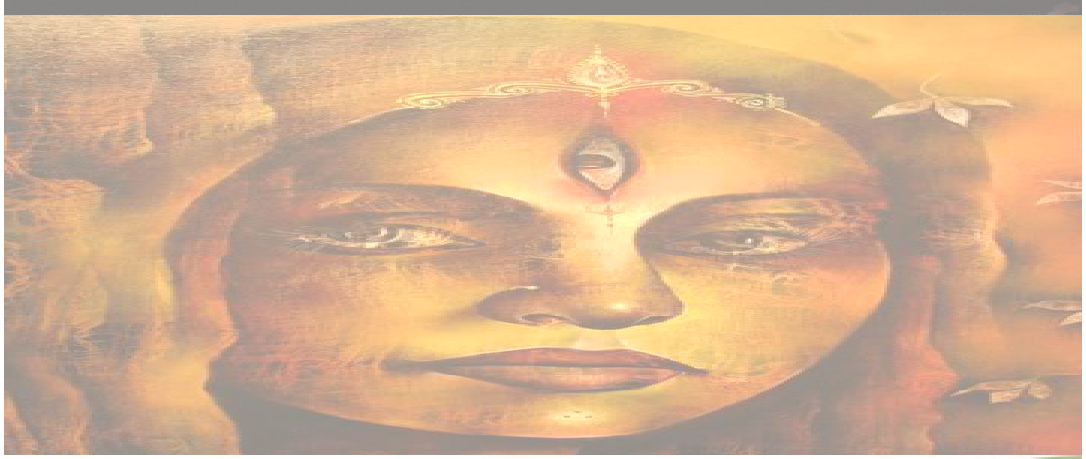

ভারখয়ানাক্রে শীতল জড়তা

তীব্র বেগে ধেয়ে আসবো ‘সু:’ - তোমার অঞ্চলে
সার্গোর অজ্ঞাত অভিসারে
তৈগার দীর্ঘ পুরুষ শরীর নুইয়ে নিয়ে মুখ
সেরে ফেলবে শৃঙ্গার সুখ
ভারখয়ানাক্রে শীতল জড়তা ভাঙবে — দ্রুততম শরীর প্রবাহে
বৈকাল হ্রদে চুঁইয়ে যাবে যৌবন
সঙ্গম গড়িয়ে যাবে লাজুক গোপন অন্ধকারে।

রচনা : ২৩.০৮’০২ - ০২.১০.’০২

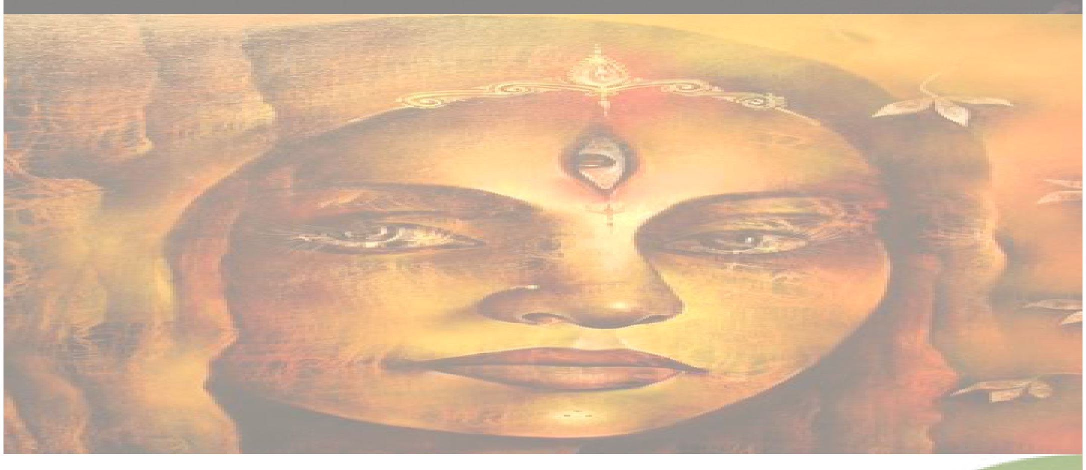

বিপরীত রতি

পরমাণুরাও লিবিডোর কথা বলে
তারাও সঙ্গম সারে ইলেকট্রন - প্রোটনে
অণু বা পরমাণু সংসার গড়ে তোলে।
এভাবে ভেসে ওঠে
একাধিক বিহঙ্গ শরীর কমপ্যাক্টডিস্কে।
শারীরিক বলে উত্তাপ পেতে শরীর একেকটা
অমাবস্যা পূর্ণিমায় একই চাঁদের দেহে
চলে বিপরীত রতিক্রিয়া।

রচনা : ২৩.০৩'০২

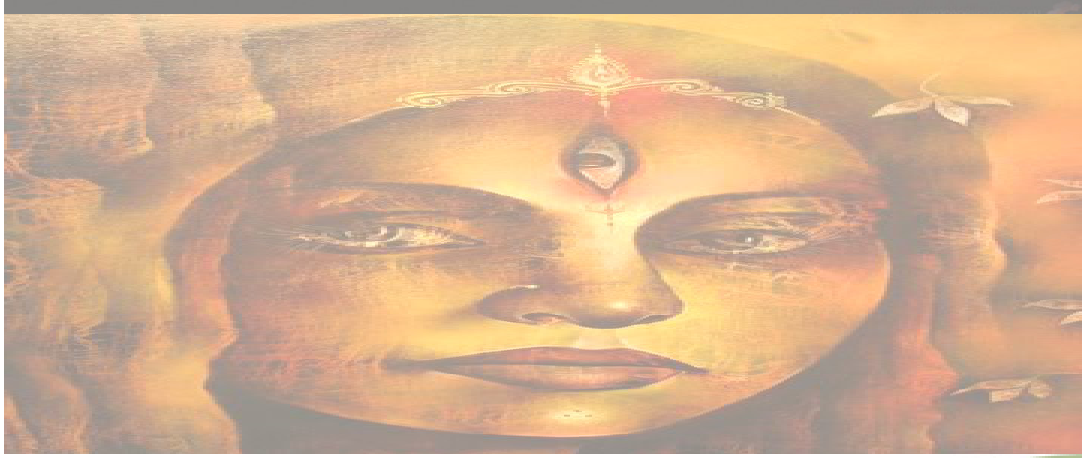

যবনিকা কোথায়

ভোরের-
শিশিরে-
রক্তের-
দাগ।

কুয়াশা-
কথা-
বলে-
হাওয়ায়।

বাতাসে-
দোলে
ঘাসের
শীষ

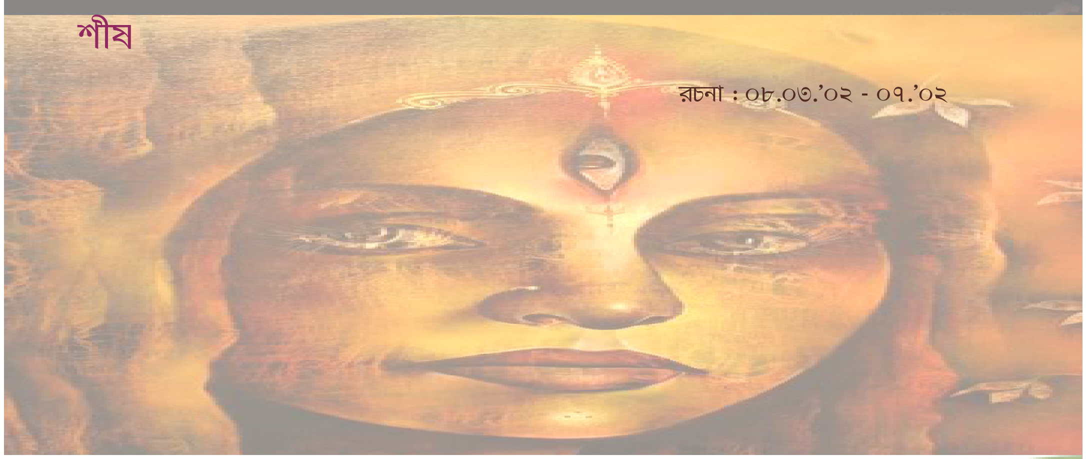

রচনা : ০৮.০৩.'০২ - ০৭.'০২

কৈফিয়ত

দূর জলাশয়ে—,
অসংখ্য শাপলা ফুল,
প্রতিবিম্বিত চেনা নারীর মুখ।
যাকে রাত্রিতে জড়িয়ে ধরা - প্রবল আকর্ষণ
দিনে শিউরে ওঠা - কেবল আতঙ্ক

রচনা : ০৮.০৩.'০২ - ০৭.'০২

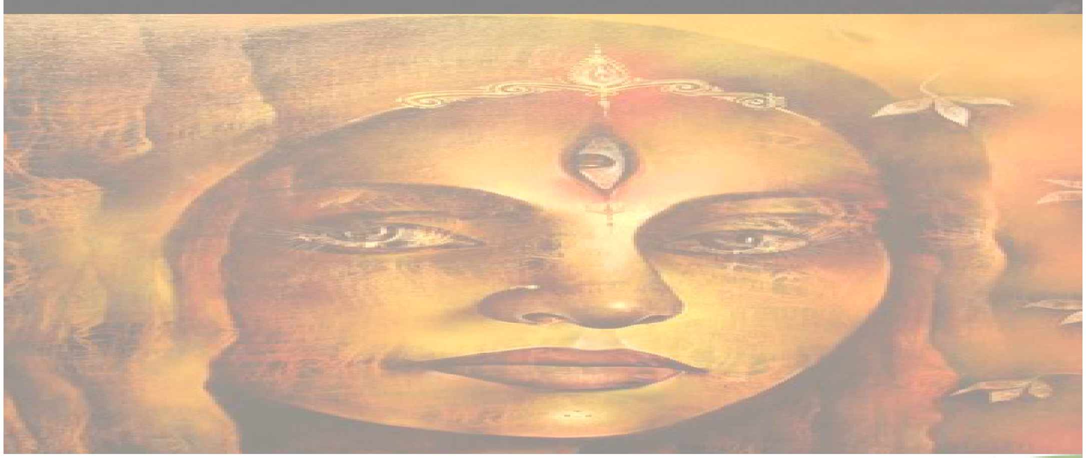

ইতিহাস মানে সংস্কার

নারায়ণ- শিলা-

মাঝরাতে-

ঘামে

কাঁথায়-

বিয়ের- চিত্র

কলাবউ

রচনা : ০৮.০৩.'০২ - ০৭.'০২

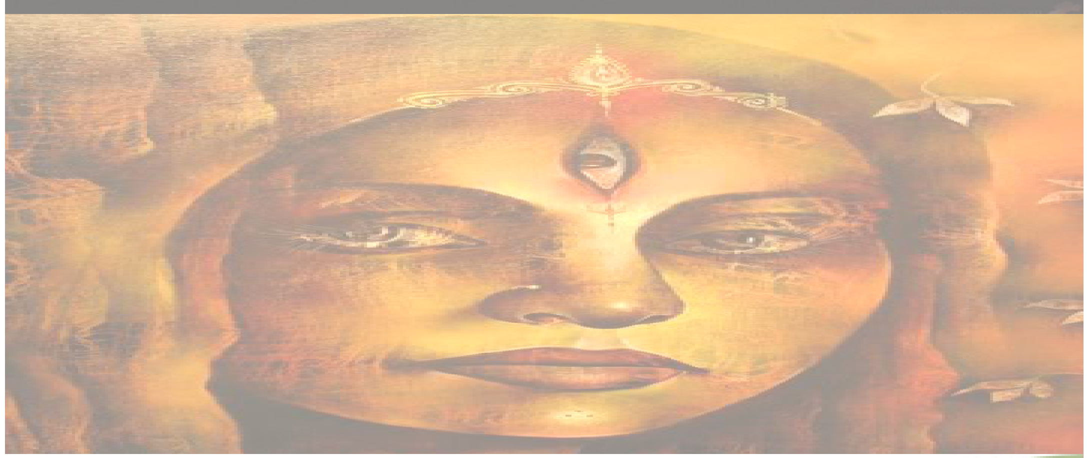

— ÷ / + X

\+ + + ...

মধ্য রাতে স্বপ্ন দেখা

— — — ....

ভোরের বেলায় ধু ধু মাঠ

....

লক্ষ হাড়ে ফসিল চিহ্ন

X X X ....

রক্তে প্লাবন নতুন ঘাট

÷

রচনা : ০৮.০৩.'০২ - ০৭.'০২

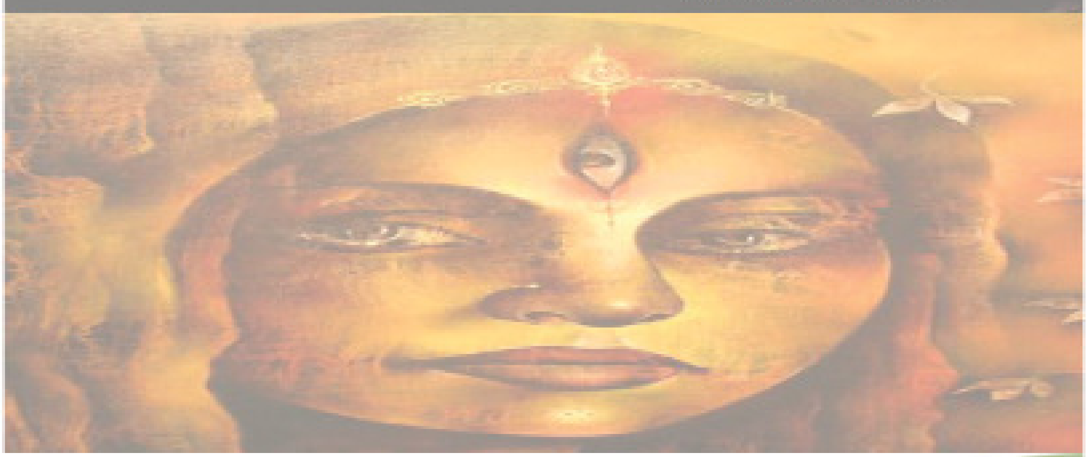

নতজানু শত শির

কেন্দ্র —

পরিধি —

দূরত্ব ধ্রুবক,

ব্যক্তিত্ব —

তুমিই ভগবান

বৈচিত্র্যে একক।

রচনা : ০৮.০৩.’০২ - ০৭.’০২

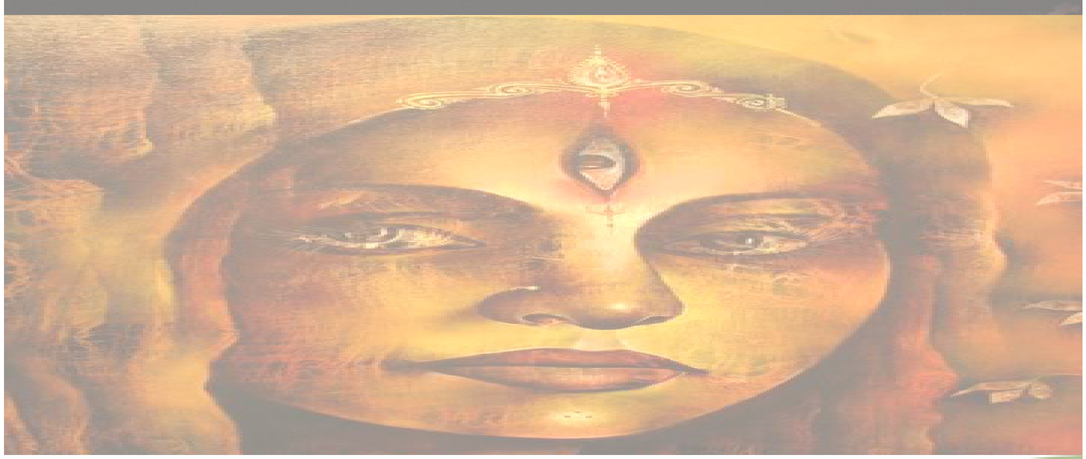

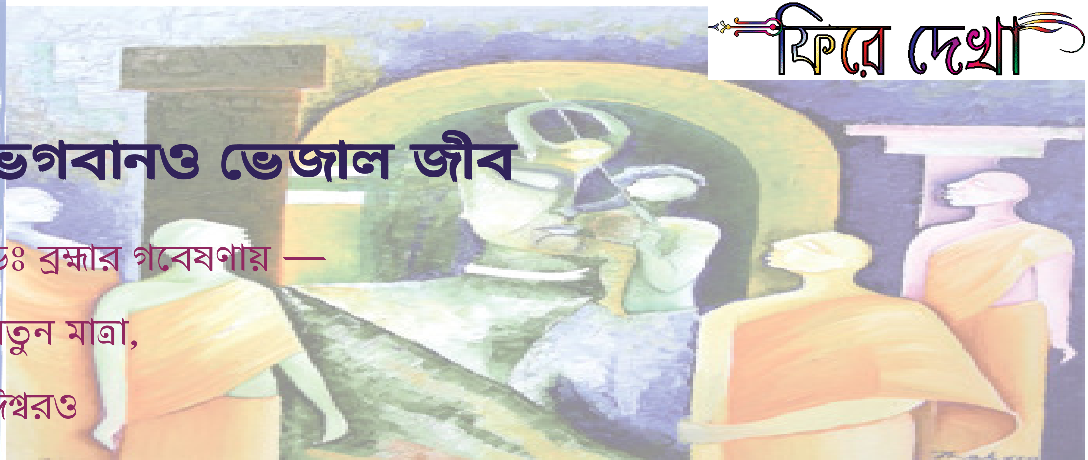

ভগবানও ভেজাল জীব

ডঃ ব্রহ্মার গবেষণায় —

নতুন মাত্রা,

ঈশ্বরও

নিয়ন্ত্রিত হন,

নয়া - ডারউইনবাদ

বা পরিব্যক্তিবাদ

রচনা : ০৮.০৩.'০২ - ০৭.'০২

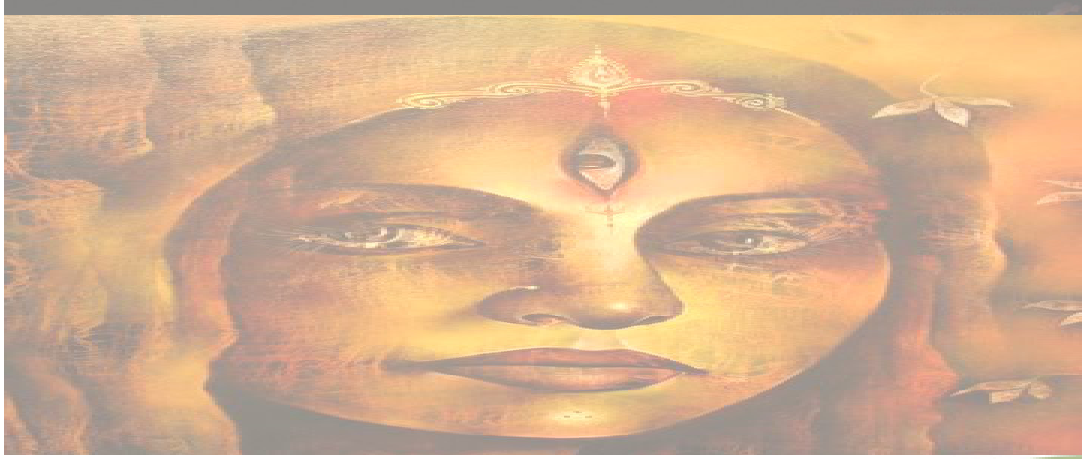

বেঁচে থাকা

এবং জীবন		কিন্তু জীবন,

যেমন জীবন		তেমন জীবন,

যেমন তেমন জীবন।

নচেৎ জীবন		অতএব জীবন

তাই জীবন		এবং জীবন

অধিকন্তু জীবন

রচনা : ০৮.০৩.'০২ - ০৭.'০২

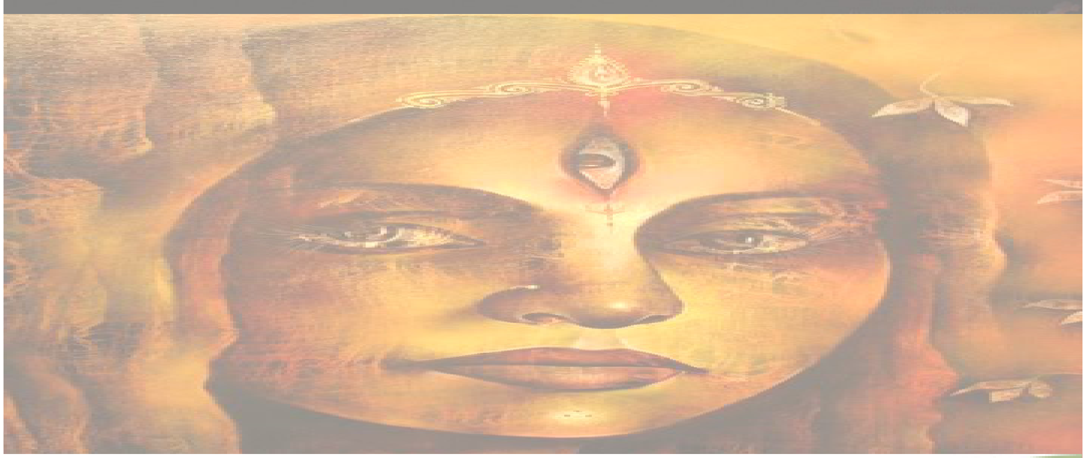

কৃষক - ঘুমচ্ছো

দিন যায়-

রাত যায়-,

আকাশ থাকে -

ঘুমের ঘোরে -,

ধানের ক্ষেত্রে-

চড়ুই ওড়ে।

রচনা : ০৮.০৩.'০২ - ০৭.'০২

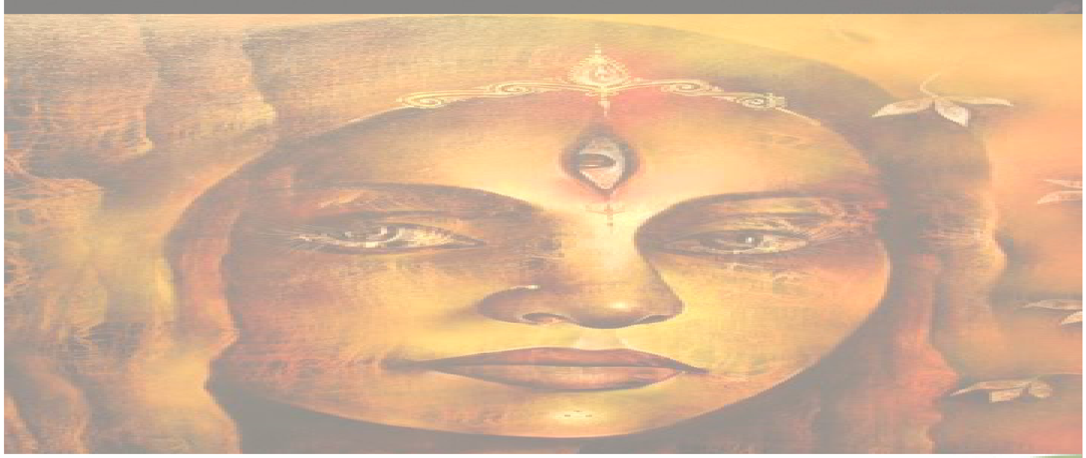

চরৈবেতি

পদ্মপাতায় জল,
কোথায় যাবি বল,
ছল করেও চল,
যেথায় বনতল,
নেই কোথাও তল,
তবুও বলি চল।

রচনা : ০৮.০৩.'০২ - ০৭.'০২

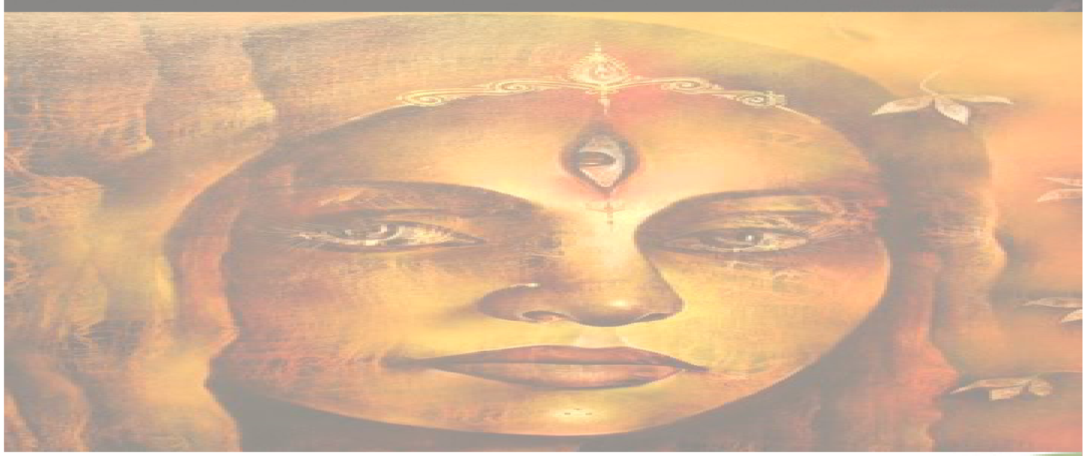

শেষের কবিতা

চাঁদের বুড়ি সুতো কাটে অনাদিকাল-
সেই সূতোয় বোনা কাপড়;
কোন মতে কোন ক্রমে-
লজ্জা ঢাকে যুবক যুবতী।

রচনা : ০৮.০৩.'০২ - ০৭.'০২

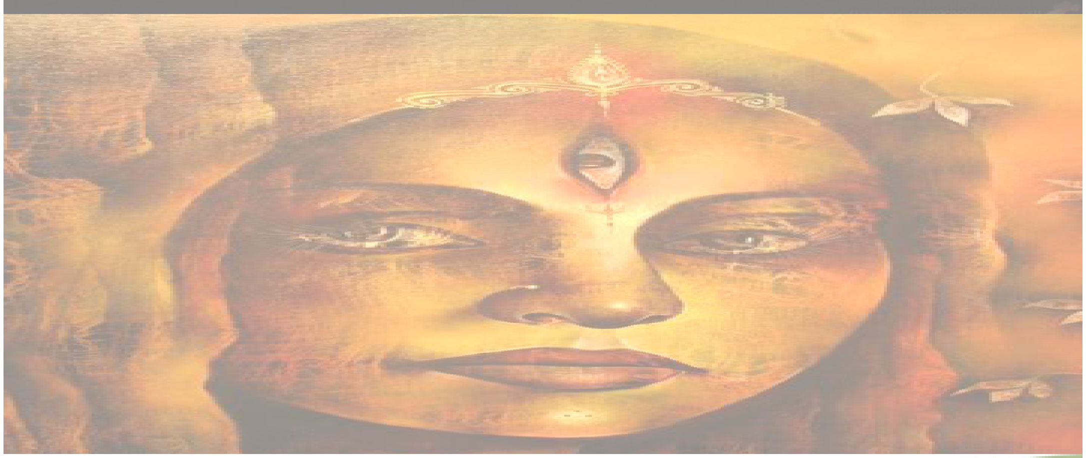

হারায়ে খুঁজি দোর হতে দোরে

পরিধি ভেঙ্গে গেলে

ঠিকানা অসীম নিলে

সেখানে সব অণু

একই প্রেম সাধে

অসীম আকাশ তলে।

রচনা : ০৮.০৩.'০২ - ০৭.'০২

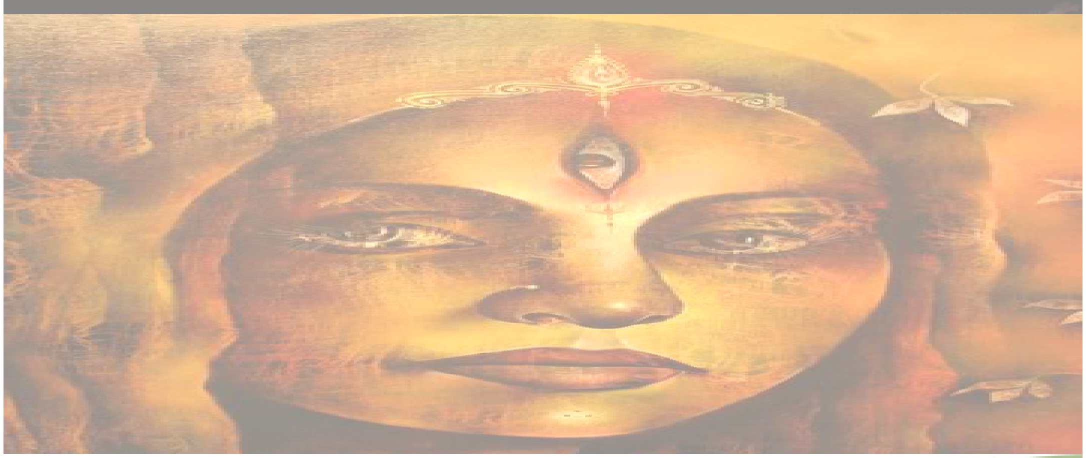

সুমন আরো নতুন গান

গড়ায় পাহাড়

গড়ায় জল

সমতলেও নামে ঢল

ওগো রাধা

কৃষ্ণ হব

বড়াই আমি

চলকে যাবো

রচনা : ০৮.০৩.'০২ - ০৭.'০২

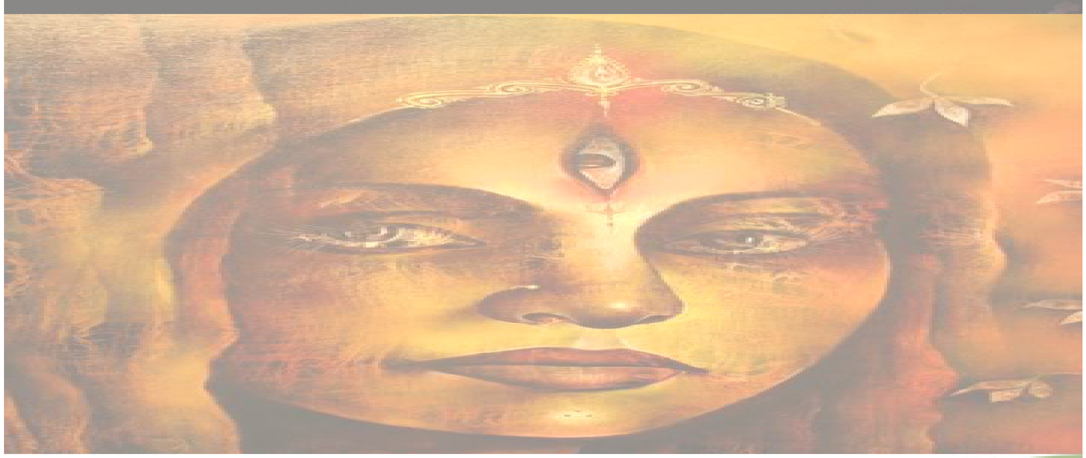

ভাঙ্গা আয়নার নিজস্ব অবয়ব

শব্দের ঝরনা
নামে (নানান বর্ণালী)
ষোড়শী স্নান
সারে (নানান বিশ্লেষণ)
সূর্য কবিতা
লেখে (নানান বিবর্তন)
কোন এক ভোরে
সবাই আমরা কবি।

রচনা : ০৮.০৩.'০২ - ০৭.'০২

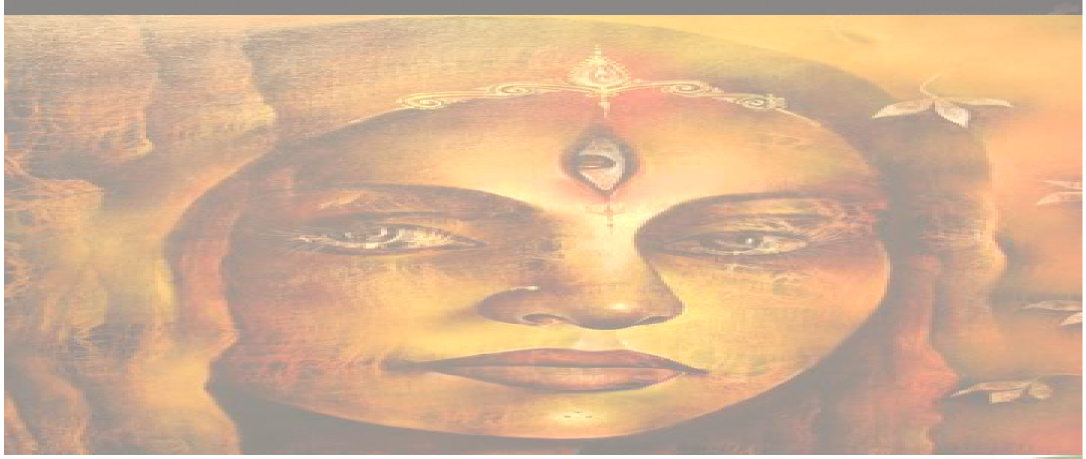

জীবনের কথা—

জল সমতলে জীবনের কথা বলে,
পাহাড়ের চূড়ায় মানুষেরা শিব সাজে।

রচনা : ০১.০৮’০২ - ৩১.০৮.’০২

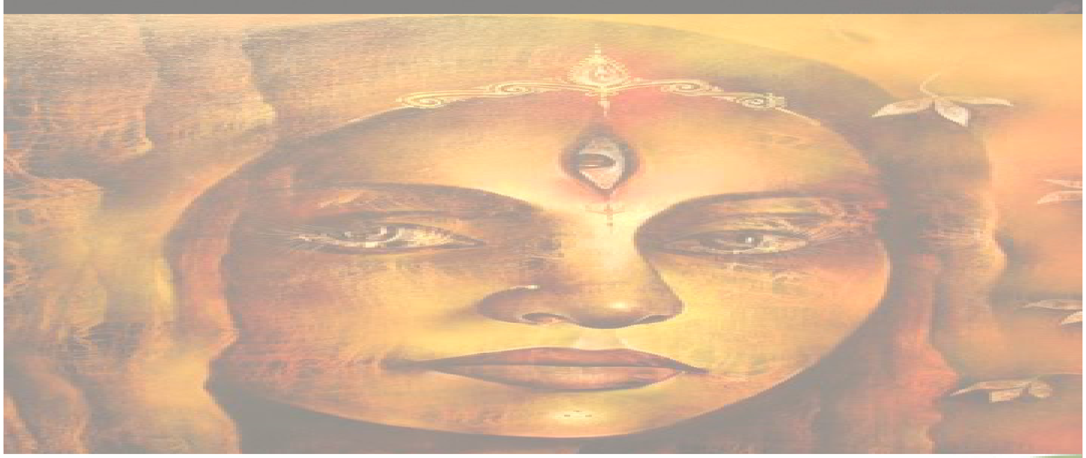

নিশুতি রাত

তুমি একা বাসা নিলে তোমার সকল নদীর ধার,
আমি একা ভোরের আলো আমরা সকল নিশুতিরাত।

রচনা : ০১.০৮'০২ - ৩১.০৮.'০২

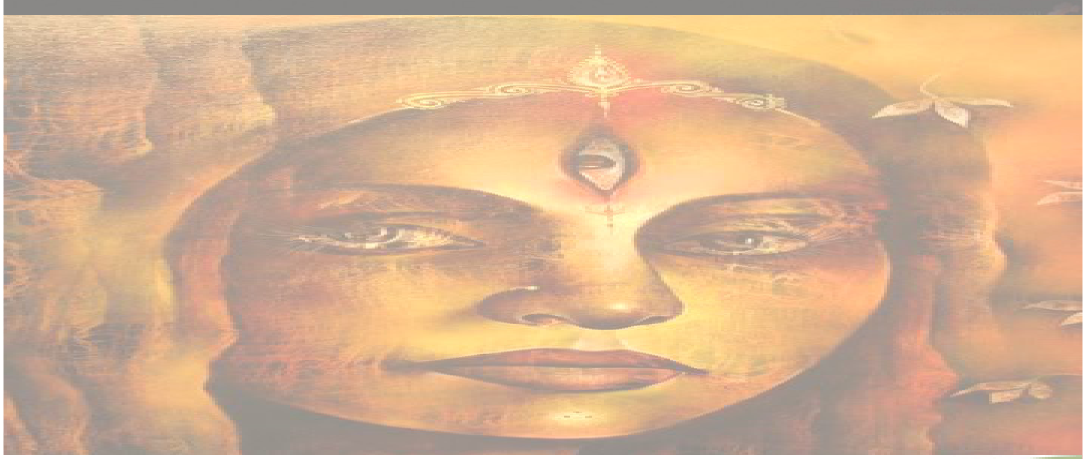

কুঁড়ে ঘর

আকাশ হতে সূর্য এসে রোজ বসে ঐ কুঁড়ে ঘরে,
মোমবাতিটি অহংকারে নিভছে শুধুই বারে বারে।

রচনা : ০১.০৮'০২ - ৩১.০৮.'০২

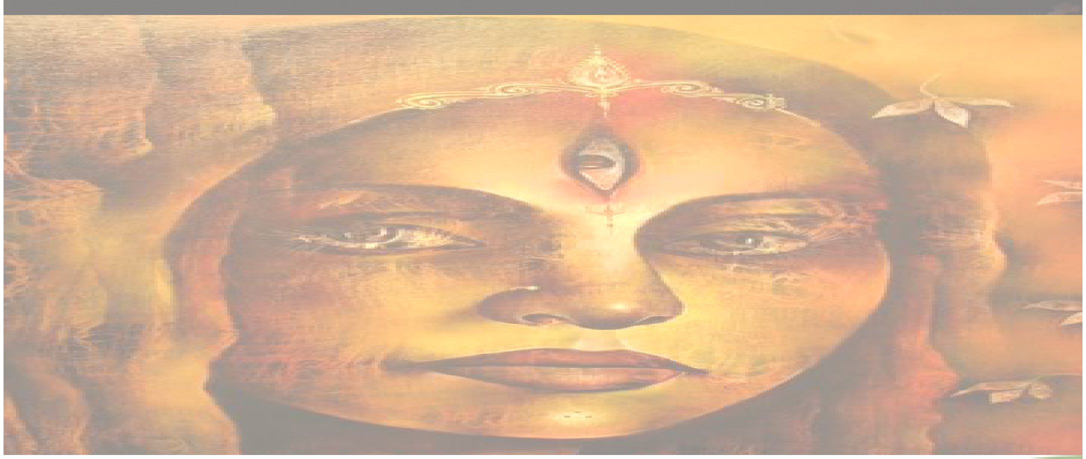

রাতের বেলা খরা

বই এর বক্স কোষাকুষি এগুলো সব পারদভারী
জগত সুদ্ধ কাঁধে নিয়ে বড় হচ্ছে খোকা-খুকি,
সকাল এদের নিউজ পেপার, দুপুর এদের ফ্যানের বাতাস,
বিকেল এদের রেজাল্ট সিট, রাতের বেলাও ভীষণ খরা।

রচনা : ০১.০৮'০২ - ৩১.০৮.'০২

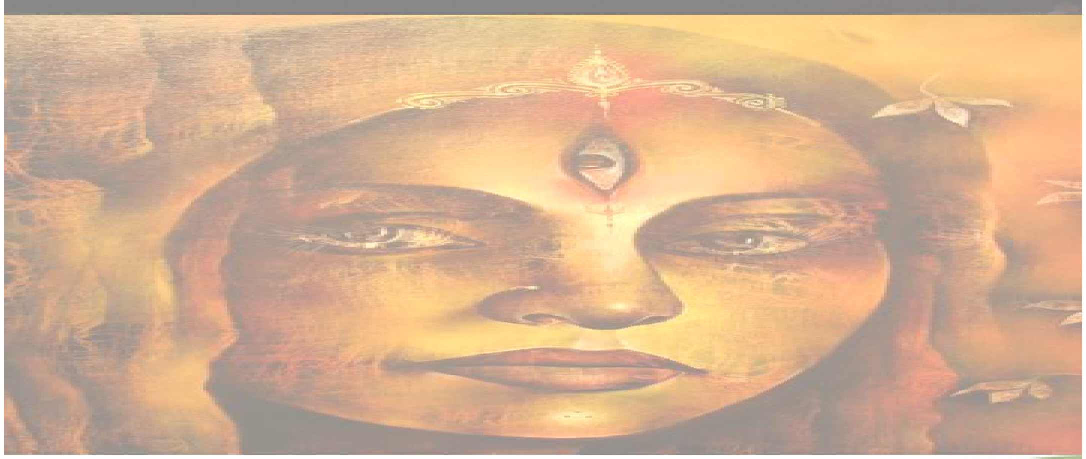

যৌগ - যৌগ সাজা

যৌগ না মিশ্রণ, গলন না স্ফুটন, কম্পিত মৌল বিবেক চিরকালে
সহগ না ঘাত, ভালোলাগা না ভালোবাসা, তৃষ্ণার্ত প্রেমিক প্রেমিকা নীরবে,
ঝরণার সামনে —প্রতিসৃত ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্বে যুগে মহাযুগে যৌগ যৌগ সাজে।

রচনা : ০১.০৮’০২ - ৩১.০৮.’০২

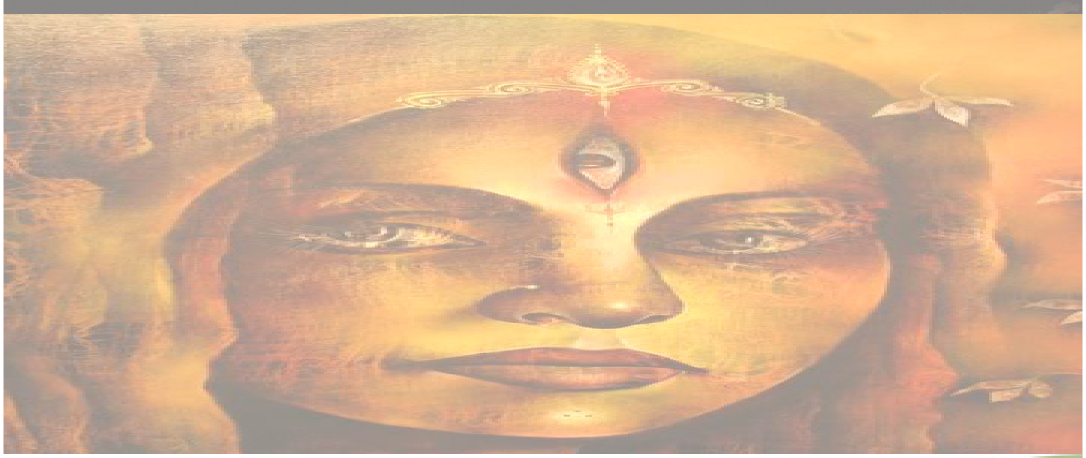

এক্স - রে আত্ম বা পরমাত্মা, জীব বা জীবিকা

লেন্সের ফোকাসে

আত্মা বা অবয়ব

বা সমার্থক শব্দ সিরিজ

বিপরীতে ধাবমান — অসংখ্য আলোর স্রোত

বা জীবন, বা জীবন বিশ্লেষণ

রচনা : ০৮.০৩.'০২ - ০৭.'০২

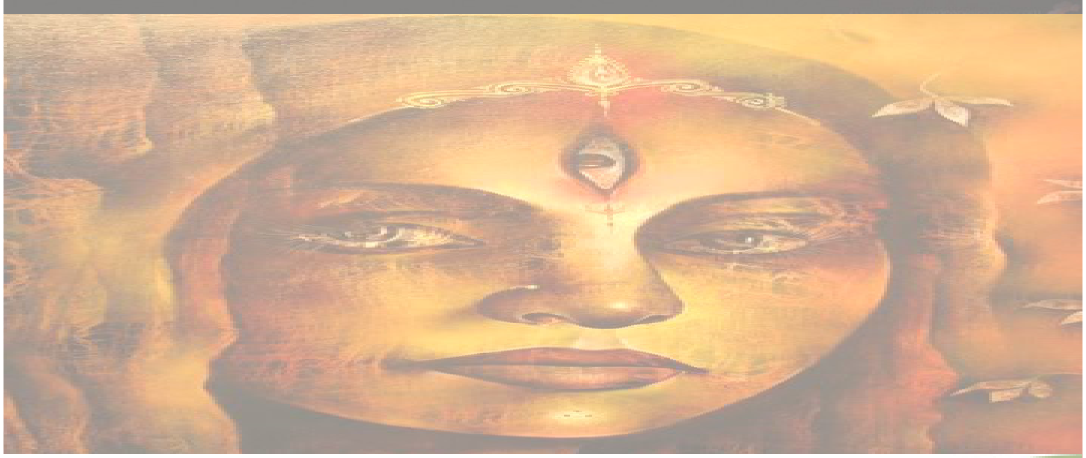

ভোট ও ভোটার, গণতান্ত্রিক প্রচার

ভোট : প্রতিশ্রুতি : কল্পনা

প্রচার : প্রভাব : আল্পনা

মাটি : জনগণ : প্রার্থনা

বঞ্চনা : শ্মশান : শান্তনা?

রচনা : ০৮.০৩.’০২ - ০৭.’০২

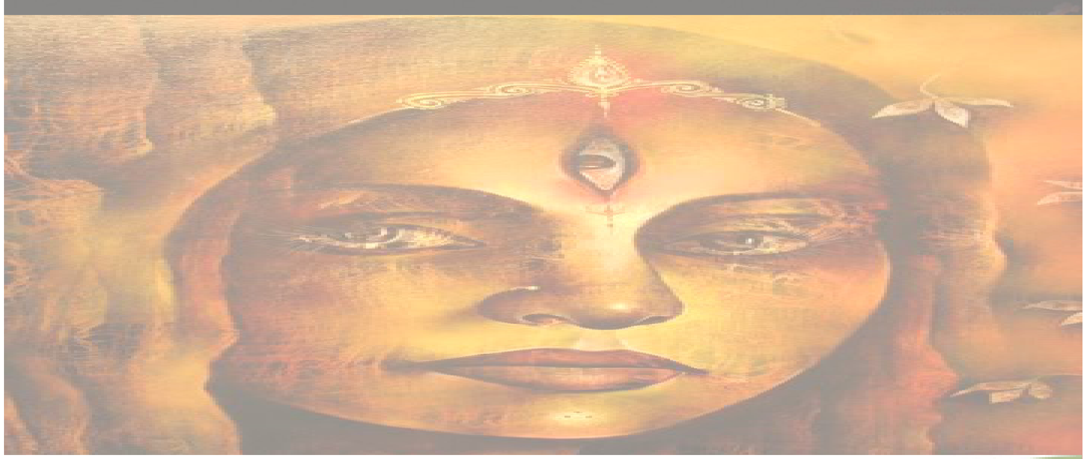

নেক্সট ফিউচার

খেলার ছলে বিয়ে কর
ছেলের হাতে খেলনা দিয়ে
মায়েরা আজ ব্যস্ত ভীষণ
ছেলেরা আজ ভীষণ একা

নাটক করতে ঘর সাজো
লাল পানিতে চুমুক মারো।
নাইট ক্লাবের মেকাপ্ নিয়ে,
মাসিই এদের নেক্সট ফিউচার।

রচনা : ০১.০৮'০২ - ৩১.০৮.'০২

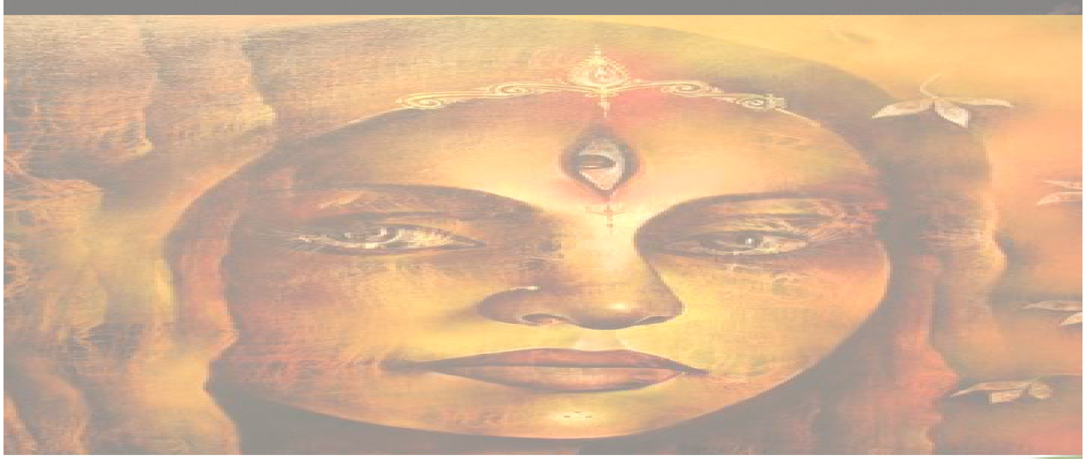

প্রতিসরণ যন্ত্রণা

অনন্তকাল পরম আদর্শে ইলেকট্রন ঘুরে যাবে প্রোটনের চারপাশ,

প্রিজিম তার কৌণিক ক্ষেত্রে অনাদি অনন্ত সয়ে যাবে প্রতিসরণ যন্ত্রণা,

আনত শিরে আলো হেঁটে যাবে চরম আদর্শে পরম কাল ধরে অন্ধকারের দশপাশ।

রচনা : ০১.০৮'০২ - ৩১.০৮.'০২

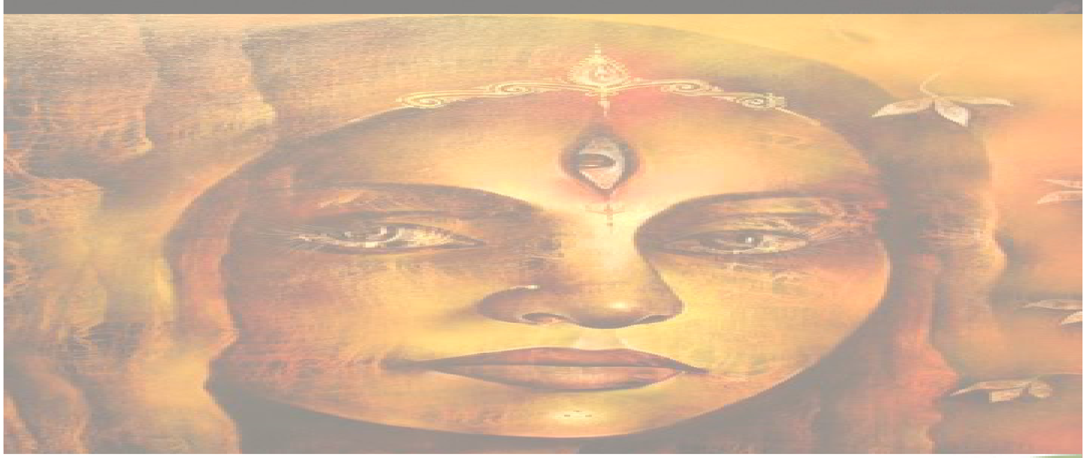

ওজন স্তরে ফুটো

কাপড় দিয়ে লজ্জা ঢাকো
লজ্জা এখন জীর্ণ সাঁকো,
ওজন স্তরে বিশাল ফুটো
ঐ লজ্জাই প্রথম ঢাকো।

রচনা : ০১.০৮'০২ - ৩১.০৮.'০২

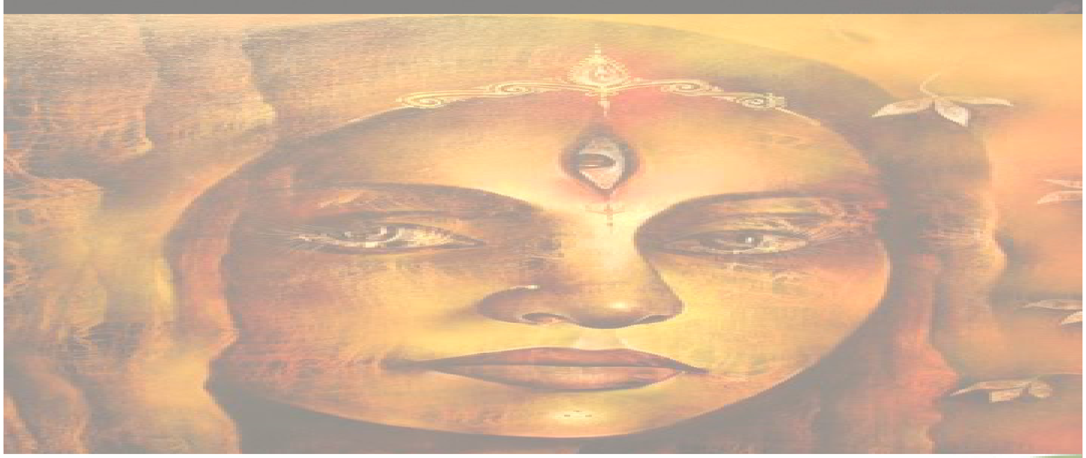

রামধনু খেলা

ব-দ্বীপের মাঝখানে আছে ছোট এক বসতী,
সেখানে যার সাথে রোজ হয় দেখা
সে তোমার সতীন।
পলি পড়ে তোমার সারাটি দেহে
ভরে যেতে চায় যত খাত।
তবুও তোমার এলোথেলো বুকে কেবল
শূণ্যতার হাহাকার।
ভাঙ্গা আর গড়া সেতো তোমার দেহে
কেবলমাত্র নিত্যতার খেলা।
তবুও ভাসিয়ে দিয়েছ তোমার বহুরূপি ভেলা
নির্মাণ - বিনির্মাণ তোমার তাড়নায় ছাপোষা বেড়াল
ক্ষিদার কামনায় কেবল বাড়ি বাড়ি ঘোরা
সব কিছু গল্প নয় কিছুটা কবিতা
কিছুটা খেয়ালের বশে রামধনু দেখা
দ্রৌপদীর দেহে আজও দেখি পাশার ধাবমান খেলা
লোভার্ত চোখের রশ্মীতে রামধনু লেখা।